কাননকথা

নাটক।

কাশ্যধীতস্মৃতিকাব্যন্যায়াদি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি

কর্ত্তৃক বিরচিত, প্রকাশিত ও অতিযত্নে সংশোধিত

"রামায়ণাদি পীযূষসিন্ধুমজ্জন তর্পিতাঃ
সন্তঃ ভবন্তি নহিকিং শুক ভাষিত সাদরাঃ"

সিংহপদলাঞ্ছন পুরুষ সিংহ শ্রীমান্ কৈলাস নাথ
দাস মহাশয়ের কল্যাণে

কলিকাতা—সত্যযন্ত্রে

(সিমুলিয়া, ১৩ নং ঘোষের লেন)

শ্রী শ্রীরামচন্দ্র ঘোষের দ্বারায় মুদ্রিত।

১২৮৬ বৈশাখ

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র

সতর্কতা।

উপহার পত্র।

রাজকীয় বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর রাজ
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু—

আচার্য্য! দুঃখী যেরূপ মাণিক্য পাইলে স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে আমি সেইরূপ এই কাননকথা পাইয়া আপনাকে স্মরণ করিতেছি। আপনার টেলিমেকস পাঠে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল এই জন্য আপনাকে এই গ্রন্থ সমর্পণ করিলাম। সাগরের বনবাস আপনার টেলিমেকস বাঙ্গালার দুটী অমূল্য রত্ন। বাল্মীকির রঘুবীর দ্বৈপায়নের যুধিষ্ঠির যেমন জগতের উপদেষ্টা সত্যপক্ষাশ্রয় ইউলিস তনয় টেলিমেকসও আপনার জগতের শোভন নায়ক; বিপদে অনাহারে বন্দীভাবে প্রাণাত্যয়েও যে টেলিমেকস সত্যরক্ষা করিয়াছিলেন কে তাহার নাম লইতে ইচ্ছা না করে। অতএব দয়াময়! গুরুরা শিষ্যের প্রতি কখন কঠিনহৃদয় হন না সেই জন্য মেণ্টর যেমন টেলিমেকসকে কৃপাকরিয়া ছিলেন আপনিও শিষ্যের প্রতি প্রসন্নহউন। দয়াময়! শিষ্যদত্ত এই পূজাপুষ্প যেন পদকমলাঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া সুবাস বিতরণ করে।

১৯৩৬ বৈশাখ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মা

কাননকথা।

প্রস্তাবনা।
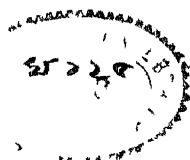
(বয়স্যদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রথম। বয়স্য! আমরা কি করি, সংসারে আসিয়া বা কি করিলাম? কোন পুণ্য নাই ধর্ম্ম নাই ও অর্থ নাই।

দ্বিতীয়। এস আমরা দেশের উপকার করি।

প্রথম। এমন কি ক্ষমতা আছে যে দেশের উপকার আমরা করিব? যখন আমাদের পুণ্য নাই কর্ম্ম নাই জ্ঞান নাই অর্থনাই।

দ্বিতীয়। তাই যদি ধন অর্থ কিছুও নাই তাহা হইলে কি উপকার করিতে পারি না? শিক্ষকের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছি সেই শিক্ষা দ্বারা এস উপকার করি,

প্রথম। কি শিক্ষা?

দ্বিতীয়। হিত শিক্ষা।

প্রথম। তাহা কি?

দ্বিতীয়। ভগবদ্‌ভক্তি শিক্ষা।

প্রথম। এমন কি সাধন আছে যে ভগবৎকথা কহিব।

দ্বিতীয়। নামের গুণে, দয়ারগুণে, যখন জন্ম পাপিষ্ঠ জ্ঞানীহয় তখন তাঁহার নামই সম্বল।

প্রথম। তাঁহারই নামে পাষণ্ড রত্নাকর মহামুনি হইয়া গিয়াছেন নয় ?

দ্বিতীয়। উঃ! তুমি রঘুকুলপদ্মরবি ভগবান বাল্মীকিকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছ ? হে তাই বটে।

প্রথম। তবে তাহাঁরই মধুর রাম নাম গান করি এস।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ এটি মনোরম প্রস্তাব বটে হা রাম হা রাম করিয়া যে মুনি বল্মীকমধ্যে থাকিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন হা রাম হারামনিনাদিনী যাঁহার কবিতা প্রবাহিনী সংসারে অমৃতসাগবাকার ধারণ করিয়াছে হা রাম হা রাম উচ্চারণী যাঁহার বুদ্ধি সংসারের উপদ্রব, শান্তি দেবীর ন্যায় সান্ত্বনা করিতেছেন তাঁহার রামনাম গ্রহণই যুক্তি যুক্ত! সরস্বতী পুত্র কালিদাস যাঁহার পদধ্যান করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া জগতে সকল প্রকার জীবের প্রিয় হইয়াছেন। এস তবে সেই ব্রহ্মহত্যা প্রশমন রাম নাম গ্রহণ করি।

প্রথম। কিন্তু এক ভয় হইতেছে, এপাপযুগে কেহ শুনিবে কিনা।

দ্বিতীয়। তার আর ভয় কি ? যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও রামনাম আদর করিয়াছেন, যখন পশু পক্ষিকুল রামনামে অশ্রুপাতকরে, তখন অবশ্যই মানব মন যতই কঠিন হউক না কেন, রামনামে দ্রব হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রথম। একটা ভয় হইতেছে কতকগুলি কৃতবিদ্যআখ্যাধারী রাক্ষস ভারতে উদিত হইয়াছেন তাঁহারা মুখ ব্যাদান করিয়া, যদিচ মনুষ্য ভক্ষণ না করেণ তাঁহাদিগের যদিচ বিকৃতাকার নয় কিন্তু তাঁহারা অযোগ্যকে যোগ্য বোধ

করিয়া, পণ্ডিতকে মুর্খবিবেচনা করিয়া জনস্থানবাসী ব্রহ্মঘাতী রাক্ষসদিগের উপমাধারণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়। জনস্থানবাসী ব্রহ্মঘাতী রাক্ষসদিগকে রঘুপতি ইত বিনাশ করিয়াছিলেন, তবে ইহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব এই রামের হস্তে হইবেক ভয় নাই। কিন্তু জানিও সকল কৃতবিদ্য আখ্যাধারী রাক্ষসউপমেব নয় কিন্তু কৃতবিদ্য আখ্যাধারীদিগেরমধ্যে কতকগুলি যথার্থ কৃতবিদ্য আছেন যদিচ তাঁহাদের সংখ্যা অল্প॥

প্রথম। তবে মুনির নিকট কোন্ অংশ ভিক্ষা করিব।

দ্বিতীয়। সাগর সীতার বনবাস, মাইকেল রাবণ পুত্র নিধন, মহাত্মা দাশরথিরায রাবণ বধাধি, পণ্ডিত যশোদানন্দন সরকার লক্ষ্মণেরশক্তিশেল ভিক্ষা করিয়া লইযাছেন, এ সকল তবে মুনি আর দিতে পারিতেছেন না। তবে যে অংশে শ্রীরাম পুরবাসীর নিকট বিদায লইযা অরণ্যে গমন করিতেছেন, গুহকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জগৎ কাঁদাইতেছেন, ভরদ্বাজের নিকট প্রণত মস্তক হইতেছেন, চিত্রকুটে বাস করিতেছেন, অত্রি মুনিব চরণ বন্দনা করিতেছেন, এবং বিরাধ বধ করিয়া শরভঙ্গ সুতীক্ষ্ণসম্মান করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছেন, এস সেই অংশ ভিক্ষা করি।

প্রথম্। ভাই কথাটা শুনে একটা সংশয় হইল মুনি যাহাকে যাহাদিয়াছেন তাহা কি আর কাহাকেও. দিতে পারেন না?

দ্বিতীয়। না পারিবেন কেন? গুরুর অনুরোধ থাকিলে দত্তধন ও তিনি অপরকে দিতে পারেন॥

প্রথম। তবে এস জগৎগুরু সেই চরাচর মানুষকে ডাকিয়া কাশীবাসী শীতলপ্রসাদকে প্রার্থণা করি।

প্রথম। তবে আর ভয় কি? গুরুবলে মুমুক্ষুরা যখন ভবসাগর পার হয় তখন বাল্মীকি আশ্রম হইতে অবশ্যই রাম নাম লইতে পারিব।

প্রথম। হায়! এ পাপকালে সকল প্রকার লোকের কি কষ্টই হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে হাহাকার কেহ পুত্র শোকে জীর্ণশীর্ণ, কেহ অন্নাভাবে মলিন হইয়াছে, কেহ পতিশোকে চীৎকার করিতেছে, অদৃষ্ট মন্দ হইয়াছে, প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শোকার্ত্তদিগের বিবহ, পরস্পর ভ্রাতৃকলহ, অনাবৃষ্টি, অশস্যশালিনী পৃথ্বী কেবল পাপপুরুষের শাসন প্রকাশ করিতেছে, আর সে মান্ধাতা রাজা নাই? আর সে দিলীপ প্রভাব নাই? আর সে রাম নাই?

দ্বিতীয়। ভাই তোমার এই বর্ত্তমান বর্ণনা শ্রবণ করিয়া রাম যে সময় অযোধ্যা হইতে বিদায় লইতেছেন, সেই সময়ের পুরবাসিদিগের ক্রন্দন আমার স্মৃতিপথে আসিল, বৎসহীনা ধেনুরন্যায় পুরবাসিনীরা রামের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, পিতা দশরথ হা রাম বলিয়া মূর্চ্ছিত, হইতেছেন, কৌশল্যা বক্ষস্তাড়ন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, বশিষ্ট নয়ন বারিতে ধরাষিক্ত করিতেছেন. সুমন্ত্র একবার পুরবাসিদিগের অবস্থা দেখিতে পশ্চাৎ চক্ষুঃ দিতেছেন ও একবার রামের কথা শুনিতে অগ্রমুখ হইয়া রথ চালন করিছেন। এই যেন চক্ষে দেখিতেছি পৃথ্বী কম্পিতা সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ শূন্য হইয়াছে।

প্রথম অঙ্ক।

(অযোধ্যাপুরী)

(রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

শ্রীরাম। বৎস লক্ষ্মণ! হৃদয়ানন্দিনি সীতে! আমরাত জনক-জননীর অভিবাদন করিলাম, মাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়াছি, সমস্ত পুরবাসিগণের নিকট বিদায় লইয়াছি, এক্ষণে চল চতুর্দ্দশ বৎসর মৃগকুলসমাকীর্ণ দণ্ডক বনে ভ্রমণ করিগে, অদৃষ্টের লিখন কেহই খণ্ডিতে পারে না।

সীতা। আর্য্যপুত্র! আপনার বনবাস মনুষ্যের সর্ব্বনাশ উভয়ই সমান, নির্ব্বাসিত প্রবাসীর প্রবাসিনী পত্নী কখনই সুখিনী হইতে পারে না। পিতৃ ভবনে যখন হৃষ্ট মনে ছিলাম তখন এক মনের ভাব আর এখন এক মনের ভাব আপনার বনবাসে জগতের এই নিয়ম স্থির হইল যে চিরদিন কখনই সমান যায় না ধিক, সে মনুষ্যকে যে আত্মোন্নতি অহঙ্কার করে।

শ্রীরাম। বৎস লক্ষ্মণ! শীঘ্র রথ আনয়ন কর, আর আমি বিলম্ব করিব না।

(তথা গচ্ছতি।)

সুমন্ত্র। যুবরাজ! অধম সুমন্ত্র এই রথ আনিয়াছি আপনার বংশে প্রতিপালিত এই সুমন্ত্র সূতের অবস্থা দর্শন করুন (স্বগত) জগদভিরাম রামের বনবাস দেখিতে হইল।

শ্রীরাম। আমরা বনবাসে যাইতেছি হীরকমণ্ডিত রত্নাদি সম্বলিত অতিসুসজ্জিত রথ কেন আনিলে? জটাচীর ধারী ভিখারী রামের এ রথ কি সাজে!

সুমন্ত্র। মহারাজ! জন্মেব মত আপনার রথসজ্জা করিয়াছি, বোধহয়না যে আর আপনার রথসজ্জা কখন করিব।

শ্রীবাম। কেন সুমন্ত্র! আমি কি আর গৃহে আসিব না?

সুমন্ত্র। বিষ্ণুনির্ব্বিশেষ আপনি ক্ষমতা শালী শত সহস্র অসুর ভীষণ বেশ ধারণ করিয়া আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, আপনি যে নির্ব্বিঘ্নে দেশে আসিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা আপনার বিচ্ছেদে বোধহয় ততদিন প্রাণধারণ করিতে পারিব না, অতএব শেষসময় আপনাদিগেরই হীরক লইয়া আপনাদিগেরই রথ লইয়া আমার এই অধম মন সংযত করিয়া সারথিত্ব উপহার এই সুসজ্জিত রথ আনিয়াছি।

শ্রীরাম। (চিত্ত সংযত করিয়া) আর আমি মায়ায় অভিভূত হইব না, অযোধ্যার প্রেম আমার হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়াছে, অযোধ্যার মায়া আমি পিতৃসত্যপালন রূপ অদ্বৈত জ্ঞানদ্বারা একবারেই বিনাশ করিব, রথচালনকর।

ম্লেচ্ছরাজ। যুবরাজ! এইম্লেচ্ছদেশীয় অতুল্য রত্ন গ্রহণ করুন, আপনি রাজা হইবেন শুনিয়া আমরা সাগর পারহইয়া উপহার আনিয়াছি (তথা বঙ্গ দেশয়ী রাজা তথা অঙ্গদেশীয় রাজাদি।)

শ্রীরাম। বৎস! আমি বনে যাইতেছি তোমার উপহার আদর করিলাম এক্ষণে বিদায় লই।

(জাবালির প্রবেশ)

জাবালি। ওরে তুই কে যাচ্ছিস! কোথায় যাচ্চিস (ক্রোধ-ভরে) মুখে উত্তর নাই যে, যদি কপট করিয়া উত্তর না দিস ভস্ম হয়ে যা বেটা।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। আজ্ঞে/আমি জন্মভিক্ষুক একে অন্নক্লেশ তাতে আবার জগদভিরাম রামের বনবাস এই মনঃক্লেশ উভয়েতে কাতর হইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছি, কথা কহিতে পারিতেছিনা, অতিত্বরায় আমাকে ভস্মকরিয়া দয়াল নাম রক্ষাকরুন ঐ দেখুন রামশোকে কাতর প্রাণীরা অর্দ্ধমৃত হইয়া রাজপথে দুর্ভিক্ষপীড়িতজনগণের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে, অনেকেই জীবন ত্যাগ করিয়াছে।

জাবালি। (স্বগত) এ আবার কিবলে? জগদভিরাম রামের বনবাস! একি আশ্চর্য্য কথা? (স্বগত) না কথাটা জিজ্ঞাসা করি পথেতে কাহাকেও দেখিতেপাইতেছি না, সকলে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, (প্রকাশে) বলিওরে ভিক্ষুক! বৃত্তান্তটা কি বিশেষ করিয়া বল দেখি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞা শুনিতেছি পরম কৃপানিধান ইক্ষাকু কুলচন্দ্র মনুতুল্য রাজা দশরথ শ্রীরামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া বনপ্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এমন সময় পাপিনী কৈকেয়ী বচনবদ্ধ করিয়া অঙ্গীকৃত দুইবর মহারাজকে প্রতিপালন করিতে অনুনয়করিতে

লাগিল, অগত্যা মহারাজ কৈকেয়ী কথা রক্ষাকরিতে ভরতকে দণ্ডধর ও রামকে দণ্ডকবনচর করিলেন, সেই রাম এখন রথারূঢ় হইয়া বনে গমন করিতেছেন।

জাবালি। গিয়াছেন কি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে না, এখনও গমনকরেন নাই যাবার জন্য উদ্‌যোগী আর বিলম্ব নাই।

জাবালি। আমায় শীঘ্র রামের নিকট লইয়া চল।

(গমন করিয়া)

ভো ইক্ষাকু-কুলনন্দন অযোধ্যা শোভন রাম! তোমার একি কার্য্য।

শ্রীরাম। দয়াময়! পিতার সত্য পালন করিতে আমি বনে যাইতেছি।

ঋষি। পিতার সত্য কি?

শ্রীরাম। "জটাচীরধরোভূত্বা চরত্বং দণ্ডকং বনং ভরতস্তু রাজাস্যাৎ বর্ষাণি নবপঞ্চচ"।

ঋষি। ইহার অর্থ কি?

শ্রীরাম। দক্ষিণদিকে দণ্ডকনামে যে কানন আছে সেই কাননে আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর কঠোরব্রত করিয়া বাস করিতে হইবেক আর প্রাণের ভরত চতুর্দ্দশ বৎসর কোশল সিংহাসন ভোগকরিবে।

ঋষি। ইহাতে কি ফল আসিতেছে।

শ্রীরাম। আপনি দেখুন!

ঋষি। গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা রাজহত্যা প্রজাহত্যা প্রভৃতি দারুণ কার্য্য হইতে সম্পন্ন হইতেছে।

শ্রীরাম। কিরূপে। ঋষি ঐ দেখুন রাজপথে সহস্র প্রাণী তোমার শোকে জীবন ত্যাগ করিয়া পতিত রহিয়াছে। ঐ শ্রবণ কর পুরবাসিনীগণের ক্রন্দনে নগর হাহাকার করিতেছে। যে পিতা তোমার ক্ষণদর্শনে জীবন্মৃত হইত, চতুর্দ্দশবর্ষ অদর্শনে কখনই তিনি জীবন ধারণ করিতে পারিবেক না নিশ্চয়ই মরিবে, অরাজক উপস্থিত হইবেক

শ্রীরাম। হেঁ তাইত বটে!

ঋষি। শ্রীরাম! তুমি এবাক্যের অর্থবুঝিতে পারনাই। ইহার অর্থ ভিন্ন।

শ্রীরাম। কি ভিন্ন অর্থ?

ঋষি। ইহার অর্থ এই, তুমি দণ্ডকবনবাসিঋষিদিগকে অযোধ্যায় আনয়ন করিয়া তাহাদিগের নিকট রাজনীতি ব্রহ্মনীতি সংসারনীতি প্রভৃতি সমস্ত চতুর্দ্দশবৎসর কাল বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া অযোধ্যায় সুরাজ্য শাসন বিস্তারকর। এতাবৎকাল ভরতদণ্ডধর হইয়া প্রজা রক্ষণাবেক্ষণ করুক *।

শ্রীরাম। এঅর্থ কিরূপে হইতে পারে।

ঋষি। কিরূপে না হইতে পারে সুখাত্মক ইষ্টভিন্ন প্রাণী কার্য্য করে না এটা কি তুমি মান!

শ্রীরাম হে আমি মানি!

ঋষি। একার্য্য করিয়া পিতার কি সুখাত্মক ইষ্টসাধ্য হইল?

* অয়ম পার্থো লক্ষণয়া কর্ত্তুংশক্যতে

শ্রীরাম। সত্যপালন।

ঋষি। সত্যপালনে কি ফল হয়?

শ্রীরাম। স্বর্গ।

ঋষি! সহস্রপ্রাণী হত্যারভাগিহইলে কেহ স্বর্গে কি যায়?

শ্রীরাম। আজ্ঞে না

ঋষি। তবে তোমার পিতা তোমায় বিবাসী করিয়া সহস্র লোকের জীবন নাশকরিয়া কিরূপে স্বর্গলাভ করিবেন আর বিশেষ তুমি স্বয়ংবিষ্ণু, তোমার বিবাসন অপমান করিয়া কখনই তিনি স্বর্গসুখ পাইবেন না। স্থিররহিলে যে উত্তর কর। পিতা তবে কিরূপে তোমার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে কিরূপে তাহার সুখাত্মক ইষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি কি তোমায় বনে দিয়া আপনার নরক বিধান, অরাজকস্থাপন, প্রাণিহত্যা, মানস করিয়াছেন কখনই সম্ভবে না। তবে ঐ শ্লোকের অর্থ তোমার বিবাসন-সূচক নয়। কেবল মৎসম্ভাবিত অর্থই গ্রাহ্য।

রাম। দয়াময় আমি নিরুত্তর রহিলাম কিন্তু লোকে বলিবে যে রাজ্যলোভে রাম বনবাসব্রত গ্রহণ করে নাই।

ঋষি। কেহ তাহা বলিবেক না বনে গমন করিলে সকলেই অসুখী হইবে।

রাম। সকলেই বলিবে রাম পিতৃমান্য করেনাই।

ঋষি। সকলে পিতৃমান্য করেনাই বলিয়া পিতৃশব্দে অবমাননা

শ্রীর রাম রক্ষা করিয়া গিয়াছে, এই কথা বলিবে নিশ্চয় জানিও।

ঋষি। কিরূপে?

ঋষি। পিতা হইয়া যখন তোমায় বনে দিয়াছেন তখন আর পিতাকে বিশ্বাসকি ? অতএব পিতা আর কিরূপে মান্য ? এই হইতে সকলে পিতাকে পুত্রঘাতী বিশ্বাস করিবে, তোমার বিবাসন দৃষ্টান্ত দিয়া সকলে পিতাকে অবজ্ঞা করিবেক

রাম। দয়াময় ! যে ন্যায়শাস্ত্রে সত্য মিথ্যা ভাব, মিথ্যা সত্য ভাব, ধারণ করে যে ন্যায়শাস্ত্রের চরণে প্রণাম।

কিন্তু অভিশাপ রহিল যে ন্যায়াধ্যায়িরা শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইবেক।

রাম। সুমন্ত্র রথ চালনা কর ! (সুমন্ত্র তথা করোতি)

রাম। সুমন্ত্র। রথ আমাদের চলিতেছে না কেন ? কোন ব্যক্তি আমাদের রথ বেগ সংযত করিল ?

লক্ষ্মণ। আর্য্য রথারূঢ় হইয়া বনবাসে যাইতেছেন বলিয়া কি কেহ সহ্য করিতে পারিল না ?

রাম। নতুবা আমরা পাদচারে গমন করি !

সুমন্ত্র। একটী বনিতা রথচক্রদেশে পতিতা হইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রথচালন নিষেধ করিতেতেছে। কেমন করে স্ত্রীহত্যা করি ?

রাম। কে উনি স্ত্রীলোক ! কেন রথচক্রদেশে ? (রথহইতে আতরণ করিলেন)

বনিতা। আমি অযোধ্যাধাম, হে সর্ব্বগুণধাম রাঘব আপনার অদর্শনে আমার দশা কি হইবে এইভয়ে ! রথচক্রদেশে আত্মবিনাশ করিতে আসিয়াছি।

বনে যাইবেন না। নাথ! আমি স্বধামে স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

রাম। মাত: জন্মভূমি! আমি চতুর্দ্দশবৎসর পরে বনবাসান্তে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব অযোধ্যাধাম। দো।গুবেন এইসত্য ভঙ্গহয়না? হায় আমার কি দুরদৃষ্ট যে চিরকা। আমার এই অপবাদ রহিল যে আমি রামকে সিংহাসন দিতে পারিলাম না। রাম আমাকে ত্যাগকরিয়া দক্ষিণ বন আশ্রয় করিয়াছিলেন।

রাম। মাত.! পিতৃসত্য পালনার্থ বনে যাইতেছি মনে কিছুকরিবেন না। কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে কেহ কিছু বলিতে পারে না। আশীর্ব্বাদকরুন আমিযেন আবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করি।

বনিতা। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি তোমার যশ: শশধর সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দিত করুন, দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি তোমার চিরকাল ঘোষিত হউক। বিদায় কালে বলিয়া যাই যেন শোকাকুলা কৌশল্যার অবিরল বিগলিত নয়ন জল তোমার চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসৃত নাহয়।

(অন্তর্দ্ধান)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ। সুশীলে সীতে! ব্রহ্মা বিদ্যা উপস্থিত হইলে যেমন মন:শান্তহয় সেই রূপ এই স্বভাব শোভা আমাদিগের মনঃশান্তি করিতেছে।

লক্ষ্মণ। দয়াময়! স্বভাব শোভা দর্শন করিয়া আমার দ্বিগুণ শোকাগুণ বাড়িতেছে। কেননা আপনার বাকল ধারণে স্বভাবও বাকল ধারণ করিয়াছে।

সুমন্ত্র। রঘুনাথ! আমাদের পশ্চাৎ অনেক নগরবাসী ও দ্বিজ আসিতেছে।

রাম। (প্রজাদিগের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ওহে প্রজাবর্গ! তোমারা আর আমারে অনুসরণ করিওনা। প্রাণের ভরত তোমাকে ভারগ্রহণ করিযাছে। প্রাণের ভরত আমার অতিস্নেহশীল। ভরত রাজ্য করিলে তোমরা কখনই অসুখী হইবে না আমি কখনই সত্যপথত্যাগ করিয়া ভবনে গমন করিব না।

বিপ্রগণ। রাজকুমার তুমি অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রিয়বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। অগ্নি সমুদায় বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া তোমার অনুগমন করিতেছে দেখ আমাদের শারদীয়অভ্রের ন্যায় শুভ্রবাজপেয় যজ্ঞ লব্ধছত্র সকল তোমার সঙ্গে গমন করিতেছে। তুমি ছত্র পাওনাই রৌদ্রের তাপ লাগিলে আমরা ইহাদ্বারা তোমার ছায়া প্রদান করিব, যাহা অস্মাদিগের পরমধন সেই বেদ সততই আমাদিগকে জ্ঞানদিতেছেন যখন আমরা তোমায় অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি তখন অরণ্য গমনে আমাদের আতঙ্ক নাই। কিন্তু যদি আমাদিগের বাক্য উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মনিরপেক্ষ হও তাহা হইলে বল দেখি ধর্ম্মপক্ষ রক্ষা আর কিরূপ আমরা এই হংসবৎ শুক্লকেশ শোভিত মস্তক অবনিলুণ্ঠিত করিয়া বলিতেছি তুমি বনে যাইওনা, যে সমস্ত দ্বিজ তোমার অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন তুমি নিবৃত্ত না হইলে তাঁহারা যজ্ঞ সমাধা করিবেক না জগতের

প্রকার জীব তোমাকে স্নেহ করিয়া থাকে সকলেরই প্রার্থণা, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও, যদি পিতৃদত্ত সিংহাসন না পাইয়া তোমার অভিমান হইয়া থাকে এস আমরা তোমায় আমাদিগের গৃহে রাজা করিয়া তোমার প্রজা হই। তুমি নিবৃত্ত হও, দেখ অত্যুচ্চবৃক্ষ সকল ভূগর্ভে বদ্ধমূল বলিয়া অনুসরণে অক্ষম হইয়া বাত্যাহত শাখা বাহুদ্বারা তোমার গমন নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ তোমার অনুসরণে বহির্গত তোমার পিতা রাজপথে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত রহিযাছেন।

(রথ: চলতি।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! ভক্তিমতী পুণ্য সলিলা তমসা আমাদিগের অতিথি সৎকার করিবে বলিয়া পথরুদ্ধ করিয়া পতিত হইয়াছেন। (অদ্য তমসাকুলে বাস করিব

(সুরম্য তমসাতীর শ্রীরাম লক্ষণ জানকী পুরবাসিগণ)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! সায়ংকাল, উপস্থিত কমলিনীকমন ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখর আরোহণ করিয়াছেন অজ্ঞান পাপীর প্রতি যে রূপ ব্রহ্মাভিশাপ সেই রূপ এই নিশা আমাদিগের হইয়াছে ঐ দেখ মৃগপক্ষিগণ স্বস্ব-নিলয়ে আলয়ে আগমন করিতেছে লক্ষ্মণ জনকজননীর চরণ স্মরণ! করিয়া মন:কাতর হইতেছে। হায় আমি কি পিতা মাতাকে চতুর্দ্দশবৎসরপর জীবিত দেখিব এই তমোনিশায় অযোধ্যার পুরবাসিদিগের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতেছে। আহা আমার মত হতভাগ্য পুত্র

সংসারে কে আছে দেখ পিতা মাতার শোকের ও মনো-বেদনার পাত্র হইলাম।

(প্রভাতে বঞ্চনাগতির দ্বারা পুরবাসীদিগকে বঞ্চনা করিয়া কিয়দ্দূরে গিয়া)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! নৈথলিসীতে আমরা কৌশল করিয়া পুববাসী ও ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে আসিযাছি, প্রভাত কাল উপস্থিত, ঐ দেখ মহর্ষিরা হোমকার্য্য আরম্ভ কবিয়াছে, জগৎ আমোদ হইল। পক্ষি সকল কুলায় ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতেছে নবোদিত রবির আতপে গগণমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইযাছে গগণাঙ্গন বিক্ষিপ্ত অন্ধকাবরূপ ভস্ম রাশি দিবাবরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইল চল আমরা প্রাতঃকৃত্য করিগে।

কার্য্যসমাপনান্তে।

রাম। লক্ষ্মণ! এস্থান শীঘ্র শীঘ্র পরিত্যাগ কর কর্ণদান কর গ্রাম্যলোকেরা আমাব পিতার নিন্দা করিতেছে। (কিয়ৎ-ক্ষণ পরে) দেখ আমরাত ক্রমশঃ কোশল দেশের অন্ত্য-সীমার উপস্থিত হইলাম এক্ষণে বেদশ্রুতিপার হই। (নাট্যেনপারহইয়া) এস গোমতী পার হই। তথা কৃত্বা স্যান্দিকা পাবহই তথা কৃত্বা হে কোশলরাজ্য! আমার এমন দিন কি হবে যে পিতৃসত্যপালন করিয়া পুণশ্চ দেশে আসিব। জন্মস্থান! তোমাকে প্রণাম! বৎস লক্ষ্মণ! উদারে সীতে! জন্মভূমি প্রণাম কর। [illegible] জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থান, বাত্যাহত

পথের পথিক যে রূপ কুল পাইয়া হৃষ্ট হয় সেই রূপ প্রবাসী জন্মভূমি দেখিয়া পুলকিতকলেবর হন। বারাণসীবাসে যে আনন্দ জন্মভূমি আগমনে তাঁহার সেই আনন্দ হয়।

জনপদ বাসি সকল। দয়াময়! আমরা আপনাকে প্রণাম করি। বিদায় দেন।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! এই শৃঙ্গবেরপুব এইস্থলে আমার প্রাণাধিক গুহক রাজ্যশাসন করিতেছেন। দেখ এই স্থানে ত্রিপথ গামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কল কল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছেন সুবধনীর জল মণির ন্যায় নির্ম্মল শীতল ও পবিত্র উহাতে কিছুমাত্র কল্মস নাই মহর্ষিরা ঐ জলে স্নান ও পান ক্রিয়া করিয়া থাকেন নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং তটে দেবগণের উদ্যান ও উপবন এইগঙ্গা সুরলোকে সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। হিমালয় সকল ওষধির আকর, সুরধনী হিমালয় দুহিতা বলিয়া রোগনাশক ওষধি গুণপ্রাপ্ত হইয়াছেন এই জন্য পণ্ডিতেরা সুরধুনীকে রোগ ফল পাপনাশিনী নাম দিয়াছেন। জাহ্নবী কোন স্থানে শিলা খণ্ড নিবন্ধন অট্টহাস্য করিতেছেন কোথাও কেন ভাসিতেছে, কোন স্থানে প্রবাহ বেণার আকার ধারণ করিয়াছে কোথাও বা আবর্ত্ত উঠিতেছে কোনস্থানে হংস সারস চক্রবাক প্রভৃতি জলচরগণের নিনাদে জাহ্নবী যেন কথা কহিতেছে কোথাও বা পদ্মকুমুদ ও কহ্লার প্রভৃতি পুষ্প সকল মন্দাকিনীর কবরীর মুক্তাশোভা

সম্পাদন করিতেছে জাহ্নবীর নীলিমা বর্ণ নীল বস্ত্রের শোভাকে লজ্জিতকরিতেছে নিকটে মুনি ঋষিরা ব্রহ্মনিনাদ করিতেছেন হইাতে বোধ হইতেছে যে সুরধুনী তীরস্থ আর্য্যদিগকে প্রচুর শস্য মোক্ষফল প্রদান করেন তাহারই জন্য যেন তাঁহারা তাঁহার মহিমাগান করিতেছেন। জননী শৈলসুতা ভগীরথের তপস্যাতে সন্তুষ্টা হইয়া সগরসন্তানদিগকে অমরলোক প্রদান করেন, সূর্য্যবংসধর কীর্ত্তি জীবোদ্ধারের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে বিরাজকরিতেছেন জানকি! জননী ভাগীরথীরে প্রণাম কর মুমুক্ষুরা শমনের সহিত সমরে রথরথী ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতীরই সমাশ্রয় করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ সর্ব্বপাপনাশিনী জাহ্নবীর জলস্পর্শ কর, চল ঐ অদূরে পল্লব কুশুম সুশোভিত ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিকট গমন করি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শৃঙ্গবের পুর।

(রাজা গুহক অমাত্যগণ দ্বারবানগণ!)

গুহক। ওহে মন্ত্রিগণ। আজ দুই দিন হইল আমার মন এমন কাতর কেন? মনে দুঃখ আমার বড়ই হইয়াছে ভুবন বিখ্যাত দশরথ মহারথ রামচন্দ্রকে রাজ্য প্রদ...

করিবেন শুনিয়াছি সে বিষয়েত কোন বিপৎ ঘটে নাই। আমি রামকে সিংহাসনাসীন দেখিয়া অতিহর্ষে যদি জীবন বিসজ্জর্ন করি এই আশঙ্কায় পত্র পাইয়া অযোধ্যায় গমন করি নাই—মিতার রাজ্যলাভ হইয়াছে এই বাক্য শুনিয়া হর্ষ হ্রাস হইলে কালে অযোধ্যায় গিয়া অযোধ্যা চন্দ্র রামচন্দ্রকে দেখিব এই বাসনা করিয়াছিলাম তবে আমাব মনঅন্ধকারেরন্যায় হইল কেন? কেন আমারমন শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। কেন আমি জগৎ অন্ধকার দেখিতেছি হায় আমার বোধ হইতেছে যেন আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে মন্ত্রিগণ! ইহার কারণ কি? কই অযোধ্যার সংবাদ এখনও কিছু পাইনাই।—

মন্ত্রিগণ। মহারাজ! মনুষ্যের মন সলিলেরন্যায় কখন সুস্থির ভাবে কখন রুদ্ধভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে? জ্যোতিষ সম্বন্ধ বিচার করিতে যাইলে কোন গ্রহবশত: মনের বেগ অপ্রসন্ন থাকিতে পারে। বস্তুতঃ রামের রাজ্যলাভ বিষয়ে কোন আশঙ্কা করিবেন না যিনি জগতের আনন্দধাম তাহার কি অনিষ্ট হইতে পারে? আহা রামের সহিত আপনার কি মিত্রতা রত্নাদিভূষিত জগদ্বন্দ্য গুণধাম রাম যখন আপনাকে আলিঙ্গন দান করেন তখন আমাদের অশ্রুজল সহজেই বিনির্গত হয়—রামের অহঙ্কার নাই সর্ব্বভূতে সমান দয়া রাম ধর্ম্মসুহৃৎ মহারাজ! আপনি রামবন্ধু বলিয়া আমরা আপনার প্রজা বলিতে গৌরব স্বীকার করি। রামের জয়হউক।

গুহক। বৎস মন্ত্রিগণ! রাম যে আমার পরমসুহৃৎ সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই রাম আমার ধর্ম্মবৎসল দয়া দাক্ষিণ্য পরোপকার প্রভৃতিসদ্গুণ রামের সকলই আছে রামের অনুজগণ ও রামসদৃশ আহা আমরা কি সুখী যে রাম আমাদিগকেও মিতা বলিয়াছেন অচিরাৎ রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। দেখ মন্ত্রিগণ! আমি এমন রামভক্ত যে সূর্য্যবংশ্য সমস্ত রাজাদিগকে প্রতিদিন তর্পণ করিয়া থাকি সূর্য্যবংশসম্বন্ধীয় কোন লোক আসিলে আমি তাহাদিগকে রাজসম্মান প্রদান করি।

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! রক্তকাঞ্চনলাঞ্ছন একখান্ রথ আপনারপুরে আসিয়াছে আপনি যখন কোবিদার-ধ্বজ রথ দেখেন তখনই যে ফল কুসুম চন্দন লইয়া পূজা করিতে যান এই জানিয়া সমাচার দিতে আসিয়াছি মহারাজ! আপনার শুভদিন।

গুহক। মন্ত্রি সকল! দূত রক্তকাঞ্চনলাঞ্ছন রথ দেখিয়া আসিয়াছে বোধ হয় আমার রামমিতা সিংহাসন পাইয়া আমার অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য কোবিদারধ্বজরথ পাঠাইয়াছেন। চলচল আমরা রথের পূজা দিগে। মন্ত্রি সকল এমন উদার প্রকৃতি মনুষ্য কি দেখিয়াছ। আমি, চণ্ডাল আমার উপরিত্ত সমধিক স্নেহ চল আমারা রথপূজা করিগে (স্বগত) আহা রামের আমার এইগুণে জগৎ মুগ্ধ। [illegible]ত্রি!

ভৃত্যবর্গ। তোমরা ফল কুসুম চন্দন তুলসীপত্র ভা[illegible]

সলিল আনয়ন কর আমরা স্বদলে কোবিদারধ্বজ রথের পূজাদিগে। সৈন্যসকল তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া কোবিদারধ্বজ রথেব সম্মাননা বর্দ্ধনকর বাদ্যকরগণ তোমবা আনন্দধ্বনিতে বাদ্যোদ্যম কর গায়কগণ তোমরা দিলীপ রঘুপ্রভৃতির চরিত গান কর।

ইঙ্গুদী বৃক্ষমূল রাম লক্ষ্মণ সীতা।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ সুশীলে সীতে? গুহকের পুরীতে এত আনন্দধ্বনি কেন? বোধহয় গুহক অন্য কিছু মনে করিয়া আমাদিগকে সম্বৰ্দ্ধনা করিতে আসিতেছে কারণ আমারা নির্ব্বাসিত ভিখারী আমাদের আর কি সম্মাননা আছে।

গুহক। অরে দূত! কোথায় আমার রাম প্রেরিত রথ।

দূত। আজ্ঞা ঐ ইঙ্গুদীবৃক্ষমূলে রক্তকাঞ্চনরথ রহিয়াছে।

গুহক। তাইত আমার জন্মসার্থক কোবিদারধ্বজ রথ এসেছে যে। নমস্তে (রথের নিকটে যাইয়া) (জটাবল্কল বন্ধনবশত: রামকে চিনিতে না পারায় ভাব দেখাইয়া) সুমন্ত্র যে সুমন্ত্র গুহকের রামামিতাত ভাল আছে! সুমন্ত্র! ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ জানকী ইঁহারাত কুশলে আছেন! সুমন্ত্র! শীঘ্রবল আমার রামামিতাত ভাল আছে! সুমন্ত্র! বল কেন বিলম্ব করিতেছ! আমাব রামামিতাত ভাল আছে। সুমন্ত্র! কেন তোমার মুখ বিবর্ণ হইল! কেন তোমার সে জ্যোতি নাই? কেনতুমি শবের ন্যায় নিবানন্দ হইযাছে? কেনতুমি প্রভাত চন্দমারন্যায় জগতে

রহিয়াছ সুমন্ত্র! তোমার কি সর্ব্বস্ব হৃত হইয়াছে! যে তুমি এমন লক্ষিত হইতেছ? সুমন্ত্র! পিতা যেমন মৃতপুত্রকে শ্মশানে লইয়া যাইয়া জগতের শোকাবহ হন, তেমনি তুমি কেন হইয়াছ! সুমন্ত্র! শীঘ্র বল, কোবিদারধ্বজ কে পাঠাইল? প্রাণেব রাম কি রাজ্যধন পান নাই। রামের কি কোন বিপৎ হয়েছে। তাহলেই বা বথ আনিলে কেন? ভাল যদি রাম রাজা না হইয়াই থাকে রামত আমার ভাল আছে সুমন্ত্র বল, এই শঙ্কান্দোলিতচিত্ত গুহকের তাপিত প্রাণকে রাম সিংহাসন সমাচার প্রদান করিয়া শীতল কর!

রাম। (অশ্রুপাত করিতে করিতে?) মিত্র বাকলধারী বাম আপাপনাকে আলিঙ্গন দিতেছে।

(বাকল ধারী কথা শুনিয়া গুহক মূর্চ্ছিত)

(রাম, লক্ষ্মণ গুহকের চৈতন্য সম্পাদন)

গুহক। (পূর্ব্বভাব নাট্য কয়িয়া) সুমন্ত্র! রাম আমার ভাল আছেত! সুমন্ত্র আমার রাম কোথায? (কোথায় সুমন্ত্র! আমার আরাম ভঙ্গ কবিলে কেন! মৃত্যুকালে সুষুম্না বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইলে জীব যে রূপ মহাবিশ্রম স্থানে যাইতে বাসনা করে সেইরূপ আমি মহাবিশ্রাম করিতে মানস করিয়াছিলাম কেন আমার বিশ্রাম ভঙ্গ করিলে!

রাম। মিত্র! চীরধারী হইয়াছি বলিয়া কি আমার সহিত কথা কহিবে না। মিত্রহে। চিরদিন সমান যাযনা, কোথায় রাজা হব কোথায় নির্ব্বাসিত হইলাম! হায় মিত্রে। তোমারও এ ব্যবহার দেখিলাম।

গুহক। কি? তুমি কি রাম! আমার রামামিতা যে রাজা হয়েছে।

রাম। মিত্র! রাজা হই নাই বনবাসী হইয়াছি।

গুহক। (বনচাবী হইয়াছে একথা অ শ্রবন নাট্য করিয়া) সত্যবল তুমি কি রাম? তুমি যদি রাম? তবে কো-থায় তোমাব কিরীট? কোথায় তোমার মুকুট? কোথায় তোমার রাজভূষণ? কোথায় তোমার চতু-রঙ্গিনী সেনা? কেন তুমি জটাচীর ধারণ কবিয়াছে? (গুহকের অশ্রুপাতন)।

রাম। (গুহকের চক্ষু মুছাইয়া)

মিত্র! বিমাতার বরে পিতা ভবতকে দণ্ডধর ও আমাকে চতুর্দ্দশবৎসর বনচব করিয়াছেন।

গুহক। মিত্র! অতি আশ্চর্য্য, আমি এস্বপ্নেও জানিনাই, (স্বগত) না কি এ আমার স্বপ্ন, (প্রকাশে) আয় রাম! তোকে আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন নাট্য করিয়া) না স্বপ্ন নয় তা হলে যে আলিঙ্গন মিথ্যা হত?

রাম। বাস্তবিক কি তোব নির্ব্বাসন হয়েছে?

রাম। (মৌন নাট্য কবিয়া)

গুহক আহা রাজা দশরথ কি কুকর্ম্মকারী, মহারত্ন হেলায় লাভ করিয়া রাখিতে পারিলনা। হা দশরথ! প্রাণসম প্রিয়পুত্রকে কেন তুমি নির্ব্বাসন করিলে? হা অযোধ্যা তোমার তুল্য দুর্ভাগা আর নাই, তুমি অতুল্যপতি পাইয়া রাখিতে পারিলে না। হা কোশল দেশ। তোমার নাম গ্রহণ আব উচিত নয়! হা পৃথিবী

তুমি অধন্যা, তোমাতে ইহার পর পাপসমাবেশ। করিবে। হায় ত্রেতাযুগ। একপদপাপে এরূপ দারুণ কার্য্য করিলে? হায় সরযু। আর তোমার তীর্থবলা উচিত নয়। হায় দণ্ডকারণ্য। তুমিই ধন্য যে রাম তোমাতে বিচরণ করিবে, হায় দাক্ষিণাত্য। তুমিই কৃতার্থ যে রাম আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া তোমাতে বাস করিবে হায়, কৌশল্যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছ। হায় বশিষ্ঠ। প্রাণসমপ্রিয় রামকে নির্ব্বাসন করিয়া কি সুখে সামগান করিতেছ।

হায় সবিতঃ। তোমার বংশ যে চিরস্থায়ী নয় তাহা এই সময় স্থির হইল কেন না তুমি নিত্যধাম লোকাভিরাম রামকে বিবাসন করিয়া জগতে দেখাদিতেছে। হায় ধন-বাস সময় সকলেই মূক হইয়াছিল। যাহা হউক আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যত দিন রাম বনচারী ততদিন আমিও বনচারী অহে ভৃত্যগণ। আমাকে জটাচীর আনিয়া দাও আর আমি রাজা নই। (ক্ষণকাল সস্তব্ধতা নাট্যকরিয়া)

মিত্র রাম কিছু দিন হইল আমার বাম অঙ্গ কেবল নৃত্য করিতেছিল চতুর্দ্দিকে কর্করা মিশ্রিত বায়ু বহিতেছিল গৃধ্রসকল কঠোরধ্বনিতে আমার রাজধানীতে পতিত হইতেছিল আমার রাজ্যে ধেনুর গর্ভে ছাগের জন্ম হইতেছিল বিশেষ আজ দুই দিন হইল, দেখিতে-ছিলাম ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতেছে সূর্য্য উত্তাপশূন্য আকাশদেশ উল্কাব্যাপ্ত বায়ু উষ্ণভাবে বহিতেছে, বোধ

হয় সেই দারুণ কালে আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে আমি এই ঘটবে বলিয়া এই দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছিলাম।

অহে পুরবাসিগণ। আর ভাবনার কার্য্য কি? রামের যে পথ আমাদিগেরও সেই পথ। প্রানিদিগের অবস্থা চিরকাল সমান যায় না দেখ তোমরা সুখসেব্য রাজকীয় ভোজন দ্রব্য রামের জন্য আনয়ন কর। শয্যাকরেরা পল্যঙ্ক প্রস্তুত করুক। দেখ রাম আমার প্রাণ। বনবাসী বলিয়া কিছু যেন অনাদর প্রকাশ না হয়। আর আমার জন্য তৃণশয্যা কর চতুর্দ্দশবৎসর পর সুখশয্যায় শয়ন করিব।

রাম। মিত্র। আমি রাজখাদ্য আহার করিব না যখন বন-বাসী হইয়াছি ফল মূল ভোজন করিয়া দিনপাত করিব তা নইলে আর বনবাস কি? অতএব সুমন্ত্রকে ও আমার অশ্বগণ কে ভোজন করাও।

(ফল মূল ভোজন গ্রহণ নাট্য করিলেন) (গুহক সুখ শয্যা আনয়ন করিলেন)

রাম। মিত্র! আমিও সুখশয্যায় শয়ন করিবনা, ব্রতবলম্বী লোকদিগকে কষ্টসাধ্য শয়ন ভোজন করিতে হয়। সেই জন্য আমাকে ভূমি শয্যা দাও।

(রাম সীতা শয়ন,) লক্ষ্মণ প্রহরী—

গুহক। রাম আমার বিশ্বাসভূমি ও প্রণয়াস্পাদ মিত্র লক্ষ্মণ! আমি প্রহরী থাকি তুমি রাজকুমার রাত্রি-জাগরণ তোমার সহ্য হবেনা। আমি থাকিতে তোমার প্রহরিত্ব শোভাপায়না ভাই আমি যে তোদের দাস।

লক্ষ্মণ। রঘুপতির বনবাস দেখিয়া আমি সেবা- করিতে

আসিয়াছিআমি যে প্রাণকে পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রাঘবকে কণামাত্র ক্লেশ দিবনা। বাল্য কাল হইতে একসঙ্গে বাস, একসঙ্গে আহার, একসঙ্গে শয়ন, প্রভৃতি হইয়া আসিতেছে সেইজন্য আমাভিন্ন রাম সেবা আর কে বুঝিবে?

গুহক। লক্ষ্মণ! যে ধর্ম্মভীরু দাস প্রভুর কার্য্য অবহিত চিত্তে করে সে কি ধন্য সংসারে তাহাদিগেরই শ্রেয়ঃ॥

লক্ষ্মণ। মিত্রে গুহক। সম্পদের সময় অনেক মিত্রহয় কিন্তু বিপদের সময় যে মিত্র সেই যথার্থমিত্র।

গুহক। মিত্রে লক্ষ্মণ! ঐ শর্ব্বরী প্রাভাত হইয়াছে। কোকিল সকল কুহুরব করিতেছে। বিক্রমভানু পূর্ব্বদিকে প্রকাশ পাইতেছে। প্রভাত সমীরণ মালতীকুশুমের পরিমল গ্রহণ করিয়া বন আমোদ করিতেছে। চিরদিন কাহার ও সমান যায়না, এই নিয়ম প্রকাশ করিতে কুমুদ শ্রীভ্রষ্ট কমল শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। চল রঘুপতির চরণ সেবা করিগে

(গঙ্গাজল আনিয়া)

গুহক। নমস্তে রাঘবায়। নমস্তে সীতায়ৈ।

রাঘব। (প্রাতরুত্থান করিয়া,) পিতাকে প্রণাম, মাতাকে প্রণাম বশিষ্টকে প্রণাম সনাতন বেদব্রহ্মকে প্রণাম ভরতের কল্যাণ হউক শত্রুঘ্নের কল্যান হউক।

(প্রাত:কৃত্য নাট্য করিয়া)

মিত্র একখানি তরনী দাও আমরা গঙ্গাপারহই।

গুহক। আমি কথনই তোমায় বিদায় দিবনা, মিত্র প্রাণকে বিদায় দিতেপারি, কিন্তু তোমায় বিদায় দিতে পারিনা,

যেমন প্রাণশূন্যদেহ, মানশূন্যনব, জ্ঞানশূন্যঋষি, দেব শূন্যস্বর্গ, ক্ষমাশূন্যতাপস, তেমনি রামশূন্য গুহক, প্রিয়সুহৃৎ রঘুনন্দন। কি রূপে তোমার আমি এই বিপদবস্থায পরিত্যাগ করিব? পিতা তোমার বৈরী-হইয়াছেন মাতা তোমার ইষ্টনাশিনী, রাম! তোমায় সহায়শূন্য দেখিয়া আমি কি রূপেত্যাগ করি। বিপৎ কালে তুমি যদি একটা কার্য্য না বুঝিয়াকব তাহাহইলে মিত্রেব উচিত তোমাকে পরামর্শ দেয়, সহারতা করে, অতএব কিরূপে তোমায় আমি বনে দিতে পারি।

রাম। প্রিয় মিত্র গুহক। মিত্রতার কার্য্যই এই, কিন্তু সংসারে আমার যাহা ভুগিতে হইবেক, কে তাহা খণ্ডিবে বল।

গুহক। মিত্র ম্লানমুখে বনে যেতে যদি এতই চেষ্টা তবে এই নিষাদ পুরেই বাসকরনা কেন, কারণ এওত আমার বন।

রাম। দেখ মিত্র! পিতার আদেশ বনফলমূল খাইয়া আমি বনে ভ্রমণ কবি, তবে কি রূপে তোমার সহিত সুখে কালযাপন করিব। মিত্র গুহক! মিত্রেব আলযত কখনই বনহইতে পারেনা। তোমার ভবন আর আমার ভবন কি ভিন্ন? আর তোমাকে পাইলে বনবাস আর কি হইল। তোমার আশ্রয়ে কখনই ক্লেশ পাইবনা এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতবনবাসই আমার পালনীয়। আর তুমি আমার রক্ষা চেষ্টা পাইওনা।

গুহক। মিত্র! প্রতিনিধিদ্বারাত সকলকর্ম্মসিদ্ধ হইয়া

থাকে অতএব আমি তোমার প্রতিনিধি হইলাম। আমি বনে যাই তুমি আমার সিংহাসনে উপবেশন কর।

রাম। মিত্র! রামের বনবাস রামকেই শোভাপায়, বিমাতা যদি প্রতিনিধি অনুমোদন করিতেন তাহাহইলে পিতাকে কখনই নিরস্ত করিতেন না।

গুহক। প্রিয়সুহৃৎ রঘুনন্দন! যদি নিশ্চয়ই বনে যাবে, তবে আমাকে সঙ্গেলও, আমি তোমার সেবা করিব। আমার এই প্রার্থনা রক্ষাকর আমি তোমার কমলপদ সেবাকরিব, হে কমলাক্ষ! আমারএই স্তুতিবাক্য আপনি রক্ষা করুন। আমি তোমায় বিসর্জন দিয়া কখনই বাচিবনা।

রাম। মিত্র! কৈকেয়ী যদি আমার সহচর দিতে বাসনা করিতেন, তাহা হইলে মহারাজকে সৈন্য সামন্ত দিতে নিরস্ত করিতেন না, অনেক অনুনয়ে, সীতাকে সহচরী করিয়াছি, অনেক আগ্রহে ও বাৎসল্যে লক্ষ্মণ অনুগমন করিয়াছেন, আমার আশ্রিতদিগকে বিবাসিত করিয়া কনিষ্টা মাতা সুখিনী ভিন্ন দুঃখিনী নহেন। বিশেষ সহচর গ্রহণ করিলে বনবাসব্রত পালন অনেকাংশে পরিহীন হইবে।

গুহক। (শুষ্কমুখে) মিত্র তবে যদি নিশ্চয়ই যাবে তবে একটা বিশেষ জিজ্ঞাসা করি। এতোমার কি রূপ বিবাসন।

রাম। মিত্র! এ আমার বাচনিক চতুর্দ্দশবৎসর বিবাসন গুরু কৃপা না থাকিলে ইহা আমার জীবন বিবাসন। কারণ বনে বনে চতুর্দ্দশবৎসর ভ্রমণ, ফলমূলাহার করিয়া ক্ষত্রিয় সন্তান কতদিন জীবন ধারণ করিতে পারিবে।

গুহক। মিত্র! তবে কি তুই আব আস্‌বিনে।

(মূর্চ্ছা)

রাম। মিত্র! আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও। দেশাগমন কালে দেখা করিব। বিদায় দাও।

গুহক। (স্তম্ভিত ভাবে) আর দেখা দিবি। গুহকের কি সেই ভাগ্য হবে, এখন আয দেখি, তোরা রামসীতে আমার সম্মুখে দাঁড়া, আমি তোদের পূজা করি।

রাম। মিত্র। কেন বল দেখি।

গুহক। ভাই। তোর বিচ্ছেদে তোহীন গুহক কি তত-দিন বাঁচ্‌বে।— (পূজা করিলেন)

নেপথ্যে। সাধু গুহক। সাধু, সাধু, তুমি ভক্তি গদ্‌গদ্‌চিত্তে রামসীতার পূজাকরিলে। উঃ কি তেমার ভাগ্য।

(সপ্তর্ষির প্রবেশ)

ঋষিগণ। ভো ইক্ষাকুলনন্দন! আমরা সপ্তর্ষিমণ্ডল! তোমার গুহকের ভক্তি এতক্ষণ দেখিতেছিলাম। যাহা-হউক রঘুপতি, জানিও তোমার জয সর্ব্বত্র (অন্তর্দ্ধান)।

রাম। মিত্র গুহক! আমায় বটনির্ম্মান আনিয়া দাও। আমি জটানির্ম্মাণ করিব।

(গুহক জটাবন্ধন করিলেন)

(ও অশ্রুপাতন করিলেন)

(রাম জটাবন্ধন করিলেন)

রাম। সুমন্ত্র তুমি অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। বিমাতাকে আমার প্রণাম জানাইও প্রাণের ভরত অযোধ্যায় আসিলে আমার কুশলবল। বক্ষস্তাড়ন করিয়া হাহাকারকারী

পিতাকে সান্ত্বনাকর। মা কৌশল্যা যাহাতে শোক না করেন এমন কর। ভরত আসিলে এই একটী কথা আমার বল, যেন প্রাণের ভরত মায়ের আমার রাম-শোক ঘন ঘন মাতৃসম্বোধন দ্বারা অপনয়ন করে কেন সুমন্ত্র! তুমি কাঁদিতেছ, আর আমার কাতর করিওনা। ফল মূল ভোজন করিয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আবার দেখাহবে। (স্তম্ভিত)

সুমন্ত্র। যুবরাজ। এই ক্লেশ কি ভাগ্যেছিল। (স্বগত) যে রাম লোকাভিরাম যে রাম সর্ব্বজীবের জীবন তাহার আবার বিবাসন। হায় বিধে! (মুখাবরণ করিয়া ক্রন্দন নাট্য)।

(রামের নৌকারোহন নাট্য)

নৌকাহারোহী রাম। বৎস লক্ষ্মণ! দেখ গুহকপুরীতে ক্রন্দন শব্দ হইতেছে। হায—

(গঙ্গাপার হইয়া)

রাম। মিত্র গুহকের কি প্রেম! জন্মাবচ্ছিন্নে গুহকের প্রেম আমি ভুলিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ। আর্য্য গুহক জাতিতে চণ্ডাল, উহার উপর এত স্নেহ কেন?

রাম। বৎস! ভক্তিতে আমি জীবের অধীন হই। গুহক আমার প্রাণাধিক, জানিও ভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ ও আমার অনাদরনীয়।

(ক্ষণ পরে)

বৎস! ক্রমশঃ দিবাবসান হইল। মুনিদিগের রক্তচন্দন

অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া রবি রক্তবর্ণ হইলেন, রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর গিরিশিখরে আরোহণ করিতেছে। সন্ধ্যাসমীরণে আন্দোলিত তরুসকল শাখা প্রশাখা হস্ত দ্বারা শরণাগত পক্ষিদিগকে আহ্বান করিতেছে। লোকসমাগমের বহির্ভাগে এই আমাদের প্রথমনিশা। আজ সুমন্ত্র নাই। লক্ষ্মণ তুমি গৃহস্মরণ করিয়া দুঃখিত হইওনা। আজ্ হইতে আমাদিগকে সতর্ক হইয়া রাত্রিজাগরণ করিতে হইবে সীতার রক্ষা আমাদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। আইস আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ শয্যাকরি।

(তৃণশয্যা প্রস্তুত নাট্য করিয়া)

বৎস। আমার জন্য তোমার এতক্লেশ প্রয়োজন নয়। তুমি গৃহে গমন কর। দেখ তিনদিবসের মধ্যেই তোমার শরীর শীর্ণহইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণ। দয়াময় ! ও কথা বলিবেন না যদি আপনার কমল শরীরে ক্লেশসহ্য হয় তাহা হইলে এ কমল পত্রদেহে ক্লেশের জন্য চিন্তাকি ? (স্বরে) আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি নির্দোষী বনবাসী রাঘবের আমি বনবাস যাতনা নিবারণ করিবা কমলনয়ন ! ইহাতে শরীর পতন হয় তাহাও সহ্য।

রাম। (নিস্তব্ধ) ভাই মায়ের ক্লেশস্মরণ করিয়া আমার কেমন করিতেছে যাঁহা হইতে আমি সংসার দেখিলাম, যাহাঁর স্তন্যপান করিয়া আমি বর্দ্ধিত হইলামসেই,

পুত্রহীনা জননী কৌশল্যা আমার কি করিতেছেন।
(ক্রন্দন)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আপনি জ্বালাশূন্য হুতাশন, হতবেগ সাগরের ন্যায় কেন ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছেন? আপনি এরূপ দুঃখ করিবেন না। আপনি দুঃখকরিলে নায়ক শূন্য সেনা, নাবিক শূন্য নৌকার ন্যায় আমরা গতি-হীন হই। দয়াময়! ভূধর অধর হইলে তদ্রাশ্রিত তরু-সকল ও অস্থির হয়।

(নিদ্রানাট্য করিয়া)

রাম। বৎস প্রভাত উপস্থিত। ভগবান্ অর্য্যমা পূর্ব্ব-দিকে প্রকাশ, পাইতেছেন মহতেরা দুঃখিদিগের দুঃখ করেন এইবলিয়া যেন অন্ধকার রাক্ষস তাড়িত জনগণকে অভয়দিবার জন্য ভাস্কর কিরণরূপ অযূত সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল মানস সরোবরে স্নানার্থ গমন করিতেছেন। এস আমরা প্রাতঃকৃত্য করি

(প্রাতঃকৃত নাট্য করিয়া)
(রামাদি চলিতেছেন)

সীতা। আর্য্যপুত্র অরণ্য আর কতদূর! আরযে পারিনা।

রাম। (চকিত কাতরভাবে) অয়ি সুখ সহচরি! তোমার কি অরণ্য ভ্রমণ সমস্ত! আমিত বলেছিলাম জানকি! বনে কুশাঙ্কুর পায়ে বিদ্ধ হয়, ক্লেশের আকর বনে যাই-য়ওনা। লক্ষণ! উপায় কি? বিমাতা কি এই বারেই পুত্রে রাজ্য দান করিলেন!

(মুখশুষ্ক নাট্য।] করিয়া

লক্ষ্মণ ! কি করিব বলুন !

সীতা। আর্য্যপুত্র] আমি আপনাব মন বুঝিতে এরূপ দুখ প্রকাশ করিতেছিলাম দেখি তুমি আমার দুখের দুখিত হও কি না। ঐ দেখুন বনস্পতিরা আশ্রিতার লজ্জা নিবারণজন্য—শ্বশুর কুলদেব ভগবান্ ভাস্করকে পত্রাবরণ দ্বাবা অন্তবাল করিতেছে। ভগবান শ্বশুব কুলদেব ও যেন উর্দ্ধমুখ হইয়া বনের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আকাশমণ্ডলে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ভক্তেরা। যেমন হরির পাদপদ্মলাভ করিয়া, গ্রীষ্মাতুর ব্যক্তিরা যেমন শবচ্চন্দ্র দর্শন করিয়া, আনন্দিত হন, তেমনি আমি তোমর সহবাসে আনন্দিনী আছি—পায়ে কুশফুটিতেছে, পথ—চলনে ক্লান্তি হইয়াছে কিন্তু আপনাব ঐ শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আমি সর্ব্বদুঃখ বিস্মবণ করিয়াছি দয়াময় ! অভাগিনীর জন্য কোন ভাবনা নাই কমল শরীরে, কোমলান্তঃকরণে আপনার যেন ক্লেশ না হয়। দয়াময়—নলিনী যেরূপ দিনমণির—পক্ষপাতিনী কুমুদিনী যেরূপ নিশানাথের অনুরাগিনী আমিও সেইরূপ—দুঃখবাবি তোমার অনুগামিনী।

রাম। আয় সুচারুহাসিনি। তুমি যে রামময় জীবিতা তা আমি জানি কিন্তু তুমি যে অতুল্য--পতিগত প্রাণ তাহার কোন সংশর নাই।

(কিয়ৎকাল পরে।)

রাম। ভগবান দিবাকরত পশ্চিম রাজ্যশাসনে গমন করি-

লেন। দিঙ্মণ্ডল লোহিত বর্ণ হইয়াছে। ঐ অদূরে গঙ্গা যমুনাসঙ্গমাভিমুখে ধূম উত্থিত হইতেছে ঐ স্থানে কোন তাপস বাস করিবেন চল ঐ দিকে যাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

(মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম। আশ্রম তরুলতাদি হোম ধূম প্রভৃতি)।

ঋষি। কে এরা দুটী বালক প্রযাগের অভিমুখে আসিতেছে। আমাদিগের ধ্যেযধন যে হরি—তিনিত রামরূপে দশরথ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তবে আবার এজগদানন্দরূপধব যুবাকে ? শিষ্যগণ। দয়াময় ! বোধ করি অশ্বিনী কুমারযুগল লোক শিক্ষাব নিমিত্ত বনবাসী হইয়াছেন।

ঋষি ! তাহলে আমাব আর্যমন কখন প্রবল হইত না।

শিষ্যগণ। বোধ হয গোলকধাম বিহারী হরি অযোধ্যা ত্যাগ করিযা বনবাসী ঋষিদিগের তত্ত্ব জানিতে আসিতেছেন। তবে বাকল কেন !

ঋষি। সেটা জিজ্ঞাস্য শিষ্যগণ। তবে আমরা জিজ্ঞাসা করে আসিগে। (প্রস্থান)

ঋষি ! কেন আমাব মন মত্ত হইল, কেন আমি আনন্দে অধর হইতেছি কেন আমি আজ শিথিল গ্রস্থ হইতেছি।

শিষ্যগণ (গিয়া) ওহে তোমবা দুটী সস্ত্রীক বালককে ? জন মনোহররূপধারণ করিয়া আমাদিগের নয়ন সফল করিয়াছ।

রাম। ইক্ষাকুবংশ প্রভব রাম লক্ষণ আমরা—। আমার সহধর্ম্মিণী জানকী এই বালা।

শিষ্যগণ (ফিরিয়া আসিল) দয়াময়! বালকদ্বয় বলিল আমরা ইক্ষাকুবংশপ্রভব রাম লক্ষ্মণ আর বালাটী রামের সহধর্ম্মিণী।

ঋষি। হায় আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। রাম আমার আশ্রমে আসিয়েছেন। এত কি আমার ভাগ্য তবে বল্‌তে পারি না নির্গুণের নিস্তার কারণ স্বগুণে গুণসিন্ধু অবতার তিনি সেই জন্য যদি অধমকে কৃতাথ করেন।

রাম। (আসিয়া) ঋষে। প্রণাম করি।

ঋষি। দয়াময়! আমারা অনেক দিন তপস্যা করিতেছি বলিয়া কি আমাদিগকে সাক্ষাৎ দিতে আসিয়াছেন আর অপনি স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, আপনি আমায় কি প্রণাম করিতেছেন? ওরূপ করিবেন না।

রাম। বৈবশ্বত মনু হইতে দশরথ পর্য্যন্ত সৌরনৃপতিরা যখন ঋষিদিগের চরণ ধূলাতে গাত্রধুসরিত করিয়া আসিতেছেন তখন আমি কোন সামান্য, আমরা ব্রাহ্মণেরই পদরজ: মোক্ষজ্ঞান করিয়া থাকি!

ঋষি। রাম! এতগুণ না হইলে সকলে তোমায় গুণধাম বলিবে কেন? এস দীনের—অতিথি সৎকার গ্রহণ কর। জিজ্ঞাসা করি তোমার বাকল পরিধান কেন?

রাম। দয়াময়! বিমাতাব বাক্যে পিতা আমার বাকল পরাইয়া বনে দিয়াছেন।

ঋষি। আহা পিতাব এই কার্য্যই বটে। বৎস! এস আমার অতিথ্যগ্রহণ কব।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! বনসহচবি সীতে। তপোবনের শোভা দেখ। হিংস্রপশুসকল হিংসভাবত্যাগ করিয়াছে। সিংহশিশু মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ঐ দেখ অতিথিপবাযণ ফলিত তরু সকল কেমন মহৎসঙ্গে নম্রতা শিক্ষা কবিযাছে। অদূবে গঙ্গা যমুনা দুই ভগিনী মিলিত হইযাছে।

(একপ্রহব রজনী হোমান্তে।)

ঋষি। রাঘব! এস কতকগুলি উপদেশ প্রদান করি—। যখন অবণ্যব্রত অবলম্বন কবিয়াছ তখন লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য পরিত্যাগ কব জানিও জীব চিবস্থায়ী নয়—অতএব সকলেব ধর্ম্মকে সুহৃৎ কবা উচিত। বাম! রাজনন্দন হইযা জটাবল্কল ধারণ কবিয়াছ ইহাতে তোমার তুল্যপাত্র দেখি না।

রাম! যখন তুমি ধর্ম্মেব ও সত্যেব নিমিত্ত এতশ্রম স্বীকার কবিয়াছ তখন কদাপি অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিওনা—দেখ নিত্য যে বেদ সেই বেদানুসাবে চল। দুর্বোধেরা অহঙ্কারে মত্ত হইযা লোককে তুচ্ছ করে। জানিও সংসারে সকলেই সমান। রাম। তোমাব সহবাসে আজ আমি সুখী হইলাম।

রাম। দয়াময়। আপনার সৌজন্য ও দয়াপ্রকাশে

আমরা পরমসন্তোষলাভ করিলাম। দয়াময়। এক্ষণে অধ্ব: পরিশ্রমজনিত ক্লেশ নিবারণার্থে নিদ্রার্থ গমন করি।

(শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন।)

আপনার বাক্য শিরোধার্য্য।

রাম। মহর্ষে ঐ শুনুন। কোকিলের কুহুরব ও ময়ূরের কেকাধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। নির্ম্মল সলিল কণ-বাহী সমীরণ বহিতেছে—। সূর্য্যসারথি অরুণ সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়াছে। টিট্টিভিকুলকুলায—বসিয়া কূজন করিতেছে। বনমৃগগণ ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছে। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের সভাবদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে অতএব আমরা বিদায় লই। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া দিন।

ঋষি। রাম। আমার নিতান্ত বাসনা তুমি এই স্থানে বাস কর।

রাম। দয়াময়। এস্থল অযোধ্যা হইতে নিকট অতএব এস্থলে আমার বাস করা হইবে না। অযোধ্যা-বাসীরা আসিয়া আমায় মায়াপাশেবদ্ধ করিবে। দেশা-গমন কালে আপনার চরণ দশন করিয়া ভবনে যাইব।

ঋষি। বাছা। এত ভাগ্য কি আমার যে তুমি আমার আশ্রমে বাসকরিবে? তবে যদি নিশ্চয়ই যাব তবে এই সঙ্গম তীর্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনাতীর অবলম্বন কর। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেইতীর্থ ভেলাদ্বারা পার হইও। পথে অত্যুচ্চ হরিদ্বর্ণ দলবিশিষ্ট, পুষ্প-শোভিত, সিদ্ধ পুরুষার্পত শ্যামনামে এক বটবৃক্ষ আছে।

ঐবৃক্ষকে বন্দনাকরিও। তথাহইতে একক্রোশ অন্তরে সল্লকী ও বদরী যুক্ত এবং যমুনাতটবর্ত্তী বহুবিধবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন আছে সেই স্থলে চিত্রকুট নামে একসিদ্ধাশ্রম গিরি আছে তথায় তোমরা বাস করিও আমি অনেকবার এই পথদিয়া চিত্রকূটে গিয়াছি, এই পথদিয়া যাইলে তোমাদের কোন বিঘ্ন হইবেক না। বৎস জ্ঞানে সাহসেও ধর্ম্মে তুমি জগৎকে অতিক্রম করিয়াছ। পথিক দিগের যেমন রাজপথ যোগিদিগের যেমন যোগপথ প্রিয় তেমনি তোমার সত্য পথ আনন্দকর।

(শ্রীরামাদি চলিতেছেন। ভেলাবাবা পার হলেন। শ্যাম বটের নিকট উপস্থিত)

সিতা। তরুবর! আমার পাতিব্রত্য পালন করুণ। আমরা দেশাগমনকালে তোমার বন্দনা করিব।

(বন্দনা করিলেন)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে গমন কর আমি সশস্ত্রে পশ্চাতে যাইব। গমন কালে জানকী যাহাবলিবে তাহা শুনিও।

সীতা। দেবর! ঐ বকুলফুলটী আমায় দাওনা।

লক্ষ্মণ। মা! কেন আপনি বাবস্থার ফুললইয়া দেবার্চ্চনা করিতেছেন দুঃখনাশি রাঘবের আবার বিপৎ কি ?

সীতা। বৎস! স্নেহ এমনি পদার্থ যে হস্তস্থিত ছেলেটীর জীবনে ও সংশয় হয়। স্ত্রীলোকের ভাগ্যে কখন কি ঘটে বলিতে পারাযায় না। দেখ কোথায় রাজ্যেশ্বরী হইব কোথায় বন বাসিনী হইলাম। কমল শরীর আর্য্যপুত্রের

বনক্লেশে পাছে কিছুদুঃখহয় এই জন্য দেবতাদিগকে প্রাথনা করিতেছি।

রাম। ভাই! এই হংসসারসনাদিনী যমুনা আজ এস্থলে নিশাযাপন করিব।

(নিশান্তে) (প্রাতঃ কৃত্যান্তে)

রাম। সীতে! তোমার উষাসখী তোমায সাক্ষাৎ দিতে উদিতহইযাছেন বসন্তে পুষ্প বিকাশ নিবন্ধন কিংশুক বৃক্ষ যেন মাল্যধারণ করিয়াছে। দাত্যুহ চীৎকার করিতেছে, বনস্পতিরা সূর্য্যদেবের পূজার জন্য বনভাগে পুষ্প ছড়াইযাছেন। আমরা গমন করি। (কিছুকালপরে) এই আমরা চিত্রকুটে উপস্থিত হইলাম।

রাম। লক্ষ্মণ তুমি মৃগবধকরিয়া আন আমি যজ্ঞ করিব। আজ ধ্রুবলগ্ন এবং মুহূর্ত্তও সৌম্য, অতএব আজ পাপ-শান্তি করিব। ততঃ ইন্দ্রায স্বাহা, বায়বে স্বাহা, মিত্রায় স্বাহা, ইত্যাদি যজ্ঞ কার্য্য।

(কিছুদিনপরে)

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! পিতাত স্বর্গারোহণ করিযাছেন। আবার কি হয় বলিতে পারি না। হায় এমন সময় রঘুবংশে কেন আসিল, হায় বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল। আমি এই কথা যখন মনে করি হারাম, হারাম বলিয়া বলিয়া পিতা আমার সংসার ত্যাগকরি-য়াছেন, তখন আব আমার কিছু থাকেনা। হায় বিমাতা কেন চিরকাল বনবাস করে নাই। এমন আশা কেন আছে যে বাটি আবার আসিব। স্নেহময় পিতা যখন

প্রাণত্যাগ করিযাছেন তখন আব আমাব প্রাণ ধাবণে কি ফল? যে পিতা ক্ষণাদর্শনে বাম কোথায বলিযা মূর্চ্ছিত হতেন সে পিতাব বিচ্ছেদে প্রাণে আমি কেমনে বাচিতেছি। লক্ষ্মণ পিতাব শ্রাদ্ধ করিব চল দূরবনে ফল মূল আনিতে গমন কবি।

(প্রস্থান)

(প্রেত দশরথেব প্রবেশ)

জানকি! আমি তোমাব শ্বশুর বামত দূববনে গমন করিয়াছে শ্রাদ্ধসময়ত অতিক্রম কবে অতএব তুমি পিণ্ড- দাও পিণ্ড না দিলে বঘুবংশ লোপ হইবে।

সীতা। হে ফল্গুনদি! হে বট বৃক্ষ হে তুলসি তোমরা সাক্ষী আমি পিণ্ডপ্রদান কবিতেছি—

(শ্রাদ্ধান্তে)

(চিত্রকুটে বাস) (কিছুকালপবে)

ঋষিরা। হে রাম! এইবনে বড় বাক্ষস ভয হইযাছে। অতএব আমবা বনান্তরে যাইতে বাসনা করি। রাবণা- নুজ খর অনেক ঋষিহত্যা করিতেছে।

রাম। দয়াময়গণ! আমিও বনান্তবে গমন করিতেছি। ভরতের স্কন্ধাবার স্থাপনজন্য এবং হস্তী ও অশ্বের করীষে এই স্থান অত্যন্ত্য অপরিচ্ছন্ন হইযাছে। আপনা- দিগকে প্রণাম। প্রাণেব লক্ষ্মণ! চল অদূবে কোন ঋষির আশ্রমে গমন করি। রাম লক্ষ্মণ সীতা চিত্রকুট- হইতে যাইতেছেন।

সীতা। আর্য্যপুত্র। একস্থানে কিছুকাল বাস করিলে সে

স্থানে একটী মমতাজন্মে। দেখ আমরা এই চিত্রকুটে বহুদিবস বাস করিয়াছি এইজন্য চিত্রকুট যেন আমাদিগকে মায়া রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতেছে।

রাম। প্রাণিদিগের অবস্থাই এই। জীব মায়াময় এইজন্য মায়াপাশ কখনই কাটাইতে পারে না। দেখ অজ্ঞানী লোকেরা এই আমার গৃহ এই আমার পুত্র, এই আমার রাজ্য ইত্যাদি পার্থিব অভিমান করে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে তাহাদের কিছুইনয়। অন্তিম সময় না গৃহ, না পুত্র, না রাজ্য, সঙ্গে যায়। জানকি! পক্ষিসকল নিশাতে যেমন বৃক্ষে সমবেত হয় তেমনি সকল মনুষ্য এই ভববৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। প্রভাত হইলে কে কোথায় থাকিবেক নিরাকরণ নাই। স্বপ্নে যেমন রাজ্য লাভ তেমনি ধনী মানীদিগের দশা অতএব বনবাস ব্রত আশ্রয় করিয়া তোমার মায়া ত্যাগ করা উচিত। যখন অযোধ্যার মায়া ত্যাগ করিয়াছ তখন কিছুদিনের বসতি চিত্রকুটের মায়া কেন তোমায় ছাড়িতেছে না।

সীতা। বনস্থশোভন রাম। যেব্যক্তি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দেয় তিনি অবশ্যই মান্য এস আমরা চিত্রকুটকে প্রণামকরি।

রাম। বনস্থশোভিনি জানকি! তোমার এই বচন পরম্পরা-শ্রবণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি এস সকলে প্রণাম করি।

রামাদি। দেব চিত্রকুট। আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

(চিত্রকুটের প্রবেশ)

লোকাভিরাম রাম! চিত্রকুটে আপনার বাস চিরকাল

লোকে ঘোষণা করিবে। আপনি আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি অপরাধে চিত্রকুটবাসত্যাগ করিতেছেন? আমি কি কিছু চরণে অপরাধী হইয়াছি।

শ্রীরাম। দেব! নির্ব্বাসিত রাঘবকে আপনি আশ্রয় দিয়া জগতে শরণ্য নামধারণ করিয়াছেন। ভরতের স্কন্ধাবারস্থাপনজন্য এস্থান অতি করীস হইয়াছে, এবং অন্য অন্য বনদর্শন করিতেও আমার বাসনা হইয়াছে আর পূর্ব্বোষিত মুনি ঋষিরা রাক্ষসভয়ে বনান্তরে গমন করিয়াছে এইজন্য অন্যবনে যাইতে মানস করিয়াছি। অতএব বিদায়লই।

চিত্রকুট। দেব! নমস্কার।

(অন্তর্দ্ধান)

(সকলেই গমনোন্মুখ)

সীতা। আমার পায়ে জড়িয়ে ধর্‌ছে কে?

লক্ষ্মণ। দেবি! আপনার সেই পালিত মৃগশিশুটী—

সীতা। (অশ্রুপাতন নাট্য করিয়া) আর্য্যপুত্র! পশুদিগেরও লোক বিজ্ঞাতি ও অনুকম্পাপ্রদর্শন রীতি আছে!

রাম। ও বাছা মৃগশিশু! তুই আবার কেন জানকীকে মায়াপাশে বাঁধিস?

লক্ষ্মণ। অতিচমৎকার ঘটনা।

সীতা। হে আর্য্যপুত্র! আমি মৃগশিশুটী কি রূপে কোলে লই তা হলেত আমিচলিতে পারব না।

(একটী ভ্রমরের প্রবেশ)

(ভ্রমর জানকীর পায়ে গুণ গুণ করিতেছে)

সীতা। আর্য্যপুত্র! ভ্রমরটা আবার কি করে। ইহার মনের বেদন কি ?

রাম। অরণ্যবাসপ্রিয়সখি। ভ্রমর তোমার পতিব্রতা ধর্ম্ম গুণ গুণ রবে গানকরিতেছে।

সীতা। দেব! ভ্রমরের উপরি আমার স্নেহ হইতেছে কেন? ওরে ভ্রমর! তুই কে সত্য পরিচয় দে।

রাম। সীতে! তেমার দয়া কাহার উপর নয়। তোমার গুণে জগৎরহিয়াছে।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি! দেবি আমি বাল্মীকি আপনার চরণ ধ্যানরিতে ছিলাম। ধ্যানে জানিলাম যে আপনি অন্য বনে যাইতে-ছেন। সেইজন্য আমি ভ্রমর হইয়া চরণ রেণু আশে গুণ গুণ শব্দকরিয়া গমন নিবারণ করিতে ছিলাম।

সীতা। পিতঃ! আপনি আমাদের পূজ্যস্থান। পিতঃ! আপনার আশ্রমে থাকিলে শরীর পবিত্রহয়। পিতঃ! আমি আপনার গুণ কখনই বিস্মরণ করিব না।

বাল্মীকি। দেবি আপনার চরণ ধ্যানে যেন আমার মতিথাকে।

সীতা। পিতঃ! এই আমার মৃগশিশুটী আপনার আশ্রমে লইয়া যাউন।

(বাল্মীকির প্রস্থান)

(অত্রি মুনির আশ্রম)

(রাম লক্ষ্মণ সীতার উপস্থিত)

রামাদি। ভগবন্ আপনাকে প্রনাম করি।

অত্রি। রাম! আমি আর্ষ প্রভাবে জানিয়াছি যে তোমার অকারণ বিবাসন হইয়াছে। যাহাহউক তোমায় বিবাসিত করিয়া পিতা আর জীবন ধারণ করিতে পারেননাই বৎসে জানকি! এস অনুসূয়ার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিয়াদি, রামসীতে! এই অনুসূয়াকে সামান্য মনে করিওনা। কোন সময় মহতী অনাবৃষ্টি হওয়ায় পতিপ্রাণা অনুসূয়া তপস্যার বলে ফল মূল সৃজন করিয়া লোক সকলকে জীবন দান করিয়াছিলেন। পতিব্রতা ধর্ম্মে ইহাঁর অত্যন্ত নিষ্ঠা। কোন স্ত্রীলোক অনুসূয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালনে সযত্না হইয়া অকালে পতি শোক প্রাপ্তহয় পতিহীনা ঐ কামিনী অনুসূয়ায় স্মরণ করিলে অনুসূয়া সতীত্ব বলে তাহার পতিকে শমনালয় হইতে আনয়ন করেন। সীতে! তুমি ইহাকে মার ন্যায় জানিও।

রাম। সীতে! মহর্ষির আজ্ঞা গ্রহণ কর। পলিত কেশিনী সতীত্বচারিনী শমদমসাধিনী অত্রিপত্নীর চরণ ধুলা মাথায়লও। জানকী অনুসূয়া দর্শনে আমার যেন শরীর পুলকিত হইতেছে।

সীতা। জগদ্বন্দিনি! চরণ ধুলাদাও।

অনুসূয়া। (বৃদ্ধা বচন নাট্যকরিয়া) জানকি। জন্মপতিসুখ ভোগ কর।

সীতা। মা! ঐ বাক্য সত্য হউক।

অনুসূয়া। বস জানকি! আমি তোমার চরিত্রে বড় সন্তুষ্টা হইয়াছি যখন তুমি সুখ অভিমান ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসিত ভিখারী পতির অনুগমন করিয়াছ, তখন তোমার তুল্য রমণী আর নাই, স্বামী অনুকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, সে নারীর পরম দেবতা। পতি দুঃশীল স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্র হউন সে স্ত্রীলোকের পরমধন।

সীতা। শিক্ষা দাত্রি! স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, আপনার আশীর্ব্বাদে সে জ্ঞান আমার আছে। তিনি যদি দুশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন্ তথাচ বিন্দুমাত্র দ্বিধানাকরিয়া স্ত্রীলোকের তাঁহার সেবাকরা কর্ত্তব্য। তবে আমার মত ভাগ্য বতী রমণী কেমন করিয়া কমল নয়ন রামের পূজা না করিবে? সতীত্ব যে পরম ধর্ম্ম সে বিষয়ে সাবিত্রী পরম দৃষ্টান্তস্থল, মাতঃ! সাবিত্রী সতীত্ববলে শমনাহৃত পতিবে জীবন দান করিয়াছিলেন।

অনুসূয়া। বৎসে! শুনিয়াছি অপূর্ব্ব স্বয়ংবরে রাম তোমাকে বিবাহ করেন সেই কথা বলিয়া তুমি আমাকে সুখিনী কর।

সীতা। আমি মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের কন্যা, মহারাজ জনক একদিন যজ্ঞক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে ছিলেন এমন সময়ে আমি তাহার নয়নে পতিত হইলাম। কৃপাময় রাজা আমাকে ভবনে লইয়া আসিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, জনক গৃহে শশিকলারন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলাম, ক্রমশঃ বিবাহ সময় উপস্থিত, পিতা সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকেন দেবতারা পিতাকে একখানি ধনুক দিয়া-

ছিলেন এবং এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ব্যক্তি ঐ ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া ভঙ্গকরিতেপারিবেন, তিনি আমাকে বিবাহকরিবেন। মাতঃ! পিতা সেই জন্য আমার যার তার হাস্তে দিতে পারিলেন না। কথিত আছে কন্যার বিবাহকালে পিতাকে সমকক্ষ ও অপকৃষ্ট লোক হইতেও অপমাননা সহ্য করিতে হয়, পিতা আমার অত্যন্তভাবনাপরায়ণ হইলেন, কতকতমহীপাল আসিতে লাগিল কিন্তু কেহই শরাসনেজ্যারোপণ করিতে পারিল না। পরিশেষে বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণে লইয়া মিথিলায় আগমন করিলেন। কমলাক্ষ রঘুপতি সেই ত্রিশূলিদত্ত শরাসনে জ্যা সন্ধান করিয়া আপনার বীরতমত্ব প্রকাশ করিয়া আমায় বিবাহ করেন।

অনুসূয়া। তোমার শান্তিকর বচন শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর আমার পরিতৃপ্ত হইল, ধীরতা, লজ্জাশীলতা ও শালীনতা তিনটী ভূষণে তুমি ভূষিতা আছ। এক্ষণে জনক নন্দিনি! দিনকর অস্তগমন করিয়াছে ঐ দেখ পশ্চিম গগন ধূষর বর্ণ হইয়াছে, সমাগত পক্ষিরা নীড়ে কোলাহল করিতেছে মহর্ষিরা আদ্রবল্কলেস্কন্ধে জল কলস লইয়া আশ্রমে আসি তেছেন। হোমধূম আকাশ মার্গে বিচরণ করিতেছে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল অন্ধকার প্রভাবে তাহাযেন ঘনীভূত হইতেছে। আশ্রম মৃগসকল বেদি মধ্যে শয়ান রহিরাছে। রাত্রিচর জীব জন্তুগণ ইতস্তত: সঞ্চরণ করিতেছে, দূরতর প্রদেশ সকল আর দৃষ্ট হইতেছেনা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত

তুমি আশ্রমে যাও। এই মাল্য এবং অঙ্গরাগ গ্রহণকর।

সীতা। আর্য্যপুত্র! জননী অনুসূয়া কেমন অঙ্গরাগ ও মাল্য আমাকে দিয়াছেন দেখ!

রাম। কানন সহচরি! তোমার আজমন্দ মধুর হাস্য দেখিয়া আমার বনবাস ক্লেশ অনেক বিস্মরণ করিলাম যাহাহউক, তুমি এই মাল্য পরিধানকর অঙ্গ রাগে শরীর রঞ্জিত কর।

(প্রাতঃকাল) (রামাদি)

মহর্ষে! আপনাদিগকে বন্দনা করি। এক্ষনে বিদায় দিন

অত্রি। শ্রীরাম! দরিদ্র মাণিকপাইলে যেমন ত্যাগকরিতে পারেনা তেমনি আমি তোমায় বিদায় দিতে পারিতেছিনা। যখন তোমার অল্পদিন বনবাসে শরীর কান্তি হীন হইয়াছে কিরূপে তখন তুমি অধিককাল বনে বাস করিবে।—লক্ষ্মণ! জানিও জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃসম, তুমি সততই রামের সেবা করিও। জানকি। রামকে দেবতা জ্ঞান করিও। সংসারে কিছুই স্থির নহে। রাজ্যধন দারাপুত্র সকলই মায়ার পাত্র। বৎস রাম! তুমি অচিরাৎ কোশল সিংহাসন প্রাপ্ত হও এই আশীর্ব্বাদকরি দুঃখ না পাইলে সুখ বোধহয় না। এই ক্লেশ পাইয়া তুমি উত্তর কালে কোশল সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিতেপারিবে এইভাবিয়া বিধাতা তোমার বনে দিয়াছেন জানিও জগতের এই নিয়ম। সুখের পরিণাম দুঃখ দুঃখের পরিণাম সুখ। তোমার পিতার অতুল বিভব অখণ্ড রাজ্য। রাম আমরা তোমায়

পিতারই প্রজা, নির্ব্বাসিত বলিয়া আত্মাবজ্ঞা করিওনা। শ্রীরাম তোমাকে অভিবন্দন কর। মৃত্যু সময় তুমি আমাদেব সন্তান। আমারা বনবাসী ফল মূলাশী কখ-কখনই অধর্ম্মপথে পদার্পণ কিরনাই অসহায আমাদিগের কেবল তুমিই গতি, শ্রীবাম! যখন শমন আসিয়া সুষুম্না মূলে আঘাত করিবে তখন তোমাব নামই কেবল সাহস

(সকলেব্ ক্র ন্দন)

রামাদি বিদায় লইয়া যাইতেছেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

(দণ্ডকবন।)

রাম। প্রিযে। দেখ দেখ দণ্ডকবনস্থ আশ্রম সকল কেমন-শোভা পাইতেছে ঐসমস্ত আশ্রম মহীতলে প্রদীপ্ত ভানু মণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে আশ্রমে মূলা-হাবী অনলোপম সামগ তাপস সকল বাস করিতেছেন। সর্ব্বত্র কুশচীর, অঙ্গন সকল পরিচ্ছন্ন। মৃগ ও পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিতেছে অনবরত সাম গান হইতেছে। কোথাও হোম হইতেছে। কোথাও কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর কোথাও ফলপূর্ণ নানাবিধ কানন তরু। নির্ম্মাল্য পুষ্প ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে আশ্রমস্থিত তরুগণের শাখায়

মুনিদিগের বল্কল রহিয়াছে কমণ্ডলু ও জপমালা লম্বমান রহিয়াছে মূলদেশে আসনবেদি রহিয়াছে ইহাতে বোধ হইতেছে তরুগণ যেন তপস্যারম্ভ করিয়াছে।

বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট, বায়ুভক্ষ, স্থণ্ডিলশায়ী প্রভৃতি ঋষি সকলের প্রবেশ।

ঋষিসকল। হে ভাবসমুদ্র রাঘব! তুমি কি মনেকরিয়া এস্থানে আসিয়াছ, তুমি দশরথনন্দন সাক্ষাৎ হরি, তোমার আগমন শ্রবণ করিযা আমরা ভূগর্ভ হইতে তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছি হেরাম জগতে তোমাকে যে না আরাধনা করে সে অতিপামর। আমরা বনবাসী সামান্য মানব, তোমার যে পূজাদিতে আমরা পারি এমন সম্ভবেনা, কিন্তু গুণধাম! আপনার অনুপমগুণে আমাদের পূজাগ্রহণ করুন।

হে রাম! তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া আমরা তোমাকে এই ফলমূল প্রদান করিতেছি কারণ এমন দ্রব্য কি আছে যাহা তোমার নাই, আর আমাদের এমন কি আছে যে তুমি গ্রহণকর, তবে যে গ্রহণকর সে কেবল ভক্তের মানস সিদ্ধ্যর্থ। রাম! নিজগুণে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া, দয়াপ্রকাশ করিয়াছ। তোমায় রাজ বসন, তোমায় রাজভূষণ সাজে, আমাদের জটাচীর কখনও শোভানাঙ্গে সাজেনা তবে হেরাম! কি মানস করিয়া জটাচীর ধারণ করিয়া এই মুনিস্থানে আসিয়াছ।

রাম। দয়াময়গণ! আপনাদিগকে নমস্কার করি। অপনারা যে দয়াশীল তাহা সর্ব্বত্র খ্যাত, আপনাদিগের আচরিত

হোমে জগৎ নিষ্পাপ হইতেছে। চিত্তস্থির না হইলে যেমন যোগে অধিকার হয়না তেমনি বহুতপস্যা না করিলে আপনাদিগের দর্শন অধিকার হয়না। যেরূপ প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চ অবযব দ্বারা পর্ব্বতো বহ্নিমান্ সিদ্ধ করা-যায়, তেমনি তর্কশাস্ত্রদ্বারা আপনারা যে পরম ধন প্রমাণ করিতে পারাযায। যেমন দেহারণ্যে ষষ্ঠপদ্মে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন তেমন এই দণ্ডকারণ্য আশ্রমে আপনারা শোভা পাইতেছেন। যেমন সপ্তর্ষিরা সৃষ্টিহইতে প্রভৃত তপঃ সঞ্চয করিয়া তপোনিধি নাম ধারণ করিযাছেন তেমনি আপনারা শান্তদযাধাম ঋষিসত্তম নামরক্ষা করিতেছেন যেমন পৃথিবী পরিখাসগর নক্রকুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুদ্বারা ভারত বর্ষের দক্ষিন পূর্ব্বপশ্চিম রক্ষা করিতেছেন, যেমন সিন্ধুনদ পঞ্চভুজ দ্বারা বায়ু কোণ রক্ষাকরিতেছে যেমন হিমালয নিজ অচলত্ব ও শালতাল তমালপ্রভৃতি যষ্টিদ্বারা উত্তরদিক রক্ষাকরিতেছেন তেমনি আপনারা এই দণ্ডকবন পালনকরিতেছেন আপ-নাদিগের আবাসভূমি এই দণ্ডকবন ব্রহ্মলোক হইতে পবিত্র হইযাছে, আপনাদিগকে দর্শন করিলে সহজেই ভক্তি উদ্রেক হয, সম্প্রতি চীর ধারণ করিয়া বনে আসিয়াছি কেন তাহা শ্রবণ করুন। বিমাতা আমার সিংহাসন লাভকালে পিতাকে এই সত্যবদ্ধ করেন যে রামকে জটাচীর পরাইয়া বনে দাও ও ভরতকে রাজাকর— সত্যব্রত দশরথ আমাকে বনে পাঠাইয়াছেন। পিতা রত্নাদি দিতে ইচ্ছাকরিলে কৈকেয়ী মহারাজকে নিবৃত্ত

করিয়া আমার জটাবন্ধন করেন, আমি পিতৃসত্য পালন করিতে দয়াময়গণ! বনে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আপনারা দয়াবৎসল দুঃখিদিগকে অত্যন্ত কৃপা করেন, এইজন্য দীনরাঘবকে কৃপা করুন। কখনই আমি অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিনাই। বিমাতার কৌশলে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। পূর্ব্বপুরুষ অসমঞ্জ অনেক কুকার্য্য করায় সগর তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন, কিন্তু আমি চিরকাল লোকের হিতভিন্ন বিপরীত করিনাই অতএব দয়াময়গণ! আপনারা আর্ষপ্রভাবে জানুন আমি দোষী কি না। নির্দ্দোষী নির্ব্বাসিত রাঘবকে আপনারা শরণ দিন!

ঋষিগণ। কেন রাম! এমন কথা বল্‌লে? তোমার আবার নির্ব্বাসন কি? পিতা কখনই তোমাকে নির্ব্বাসন করেন নাই। নিষ্কারণ সদাশয় প্রবীন নরপতিকে কেন দোষী করিতেছ? তিনি তোমায় নির্ব্বাসন করেন নাই শ্রবণ কর, কেন তিনি তোমায় বনে দিযাছেন। আমরা তোমার পিতার প্রজা স্বয়ং বিষ্ণু হরিকে তিনি পুত্রপাইয়া সকলকে সুখী করিবেন এইমানস করিয়া তোমার সিংহাসন দিতে মানস করেন। বৎস রাম! তুমি সিংহাসন পাইলে বনবাসীদিগের কি ফল? তাহারাত রঘুসিংহকে বনে দেখিতে পাইল না? তাহারাত রাম সিংহকে বনে রাখিয়া সহবাস সুখ সম্ভাষণ সুখভোগ করিতে পায়িল না এইজন্য পিতা কেবল মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর কাল তোমায় আমাদিগের সহিত বাস

করিতে পাঠাইয়া প্রজাবৎসলতা রক্ষাকরিয়াছেন। রাম। মহারাজেরা যে অনেক বিবাহ করেন তাহাও প্রসংসনীয বোধহইতেছে কেননা পাটেশ্বরী কৌশল্যা নগরবাসিদিগের পক্ষপাতিনী হইযা তোমায অযোধ্যাধিপতি করিতে মানস করিলে কেকয দুহিতা আমাদিগের পক্ষপাতিনী হইযা তোমায বনে পাঠাইয়াছেন। অতএব আমরা তোমার সেই বিমাতার চরণ বন্দনা করি। ধর্ম্মরাজ মহারাজ দশরথকে আশীর্ব্বাদ করি কারণ তিনি হৃদযানন্দন পুত্রকে আমাদের জন্য বিসর্জন করিযাছেন। রাম। পিতাকে অনর্থক দোষী করিওনা। মনুতুল্য রাজা দশরথ কি কখন কোমল শরীর রাম কমলকে বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করিযাছেন? রাম আমরা ভবাটবীতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি রাক্ষসগণের ভযে এই শান্তিধাম দণ্ডকাটবী আশ্রম করিযাছি দোহারণ্যে যেমন হাকিনী, লাকিনী, সাকিনী ডাকিনী কাম,ক্রোধ প্রভৃতি রাক্ষস সকল যটপদ্ম আক্রমণ করিয়া বাসকরিতেছে তেমনি এই দণ্ডকবনে খরদূষণ শূর্পনখা প্রভৃতি রাক্ষস সকল আমাদেগের আশ্রম আক্রমণ করিযা নিরন্তর উৎপাত করিতেছে অতএব ব্রহ্মারাধনা যেমন দেহস্থিত রাক্ষস দিগকে বিনাশ করিতেছে তেমনি ব্রহ্মস্বরূপ তুমি এই দণ্ডক বনবাসিরাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে শান্তি প্রদান করেন। তুমি যে আমাদিগকে সপ্তর্ষি তুল্য সম্মাননা দিতেছে তাহা আমরা স্বীকার করি কেননা সপ্তর্ষি-

রাত তোমার সঙ্গে ভোগকরেনাই। আমরা সজলজলদ রুচি রঘুধনকে যখন আপনাদিগের আশ্রমে দেখিতেছি তখন আমরা অতিভাগ্যবান সন্দেহ নাই, আমরা আর গুহায় যাইবনা প্রতিদিন তোমাদিগকে পূজাকরিব এত-দিনে আমাদের তপস্যা সফল হইল হোমধূম পবিত্র হইল। রাম! ভক্তাধীন তুমি জীর্ণপলিত কেশ শীর্ণ ঋষিদিগের প্রার্থনা সম্পন্ন করুন।

রাম। ঋষিসকল! আপনারা দয়াগুণে অধমাধম রাম কে যত্ন করিতেছেন। আপনারা ব্রহ্ম জ্ঞানে জগতে কোন বস্তু অধমনাই এইনিমিত্ত আমাকে অধম দেখিতেছেন না কিন্তু বস্তুতঃ আমি আপনাদের কৃপাযোগ্যনই কৃপানি-ধান গণ। আপনাদিগের দর্শনে আমার শরীর পবিত্র হইয়াছে প্রশমায়ণ ঋষিগণ! আমি আপনাদিগকে বন্দনা করি। পিতার নিন্দা আমি করিনাই যাহা ঘটিয়াছে বলিয়াছি, চিরদিন সমান যায়না। অদৃষ্টে যাহাছিল ঘটিয়াছে আমি রাক্ষস বিনাশ করিয়া আপনাদিগকে সুখী করিব।

(রামচরণে পুষ্পানিক্ষেপ নাট্য)

ঋষিগণ! (হস্তদ্বারায় দেখাইয়া) আপনারা এই পর্ণশালায় বাসকরুন। এই ফলমূল রহিল।

(ঋষিদিগের প্রস্থান)

(রামাদি পর্ণ শালায় বাস করিতেলাগিলেন)

লক্ষ্মণ। মুনিঋষিরা এত তেজ সম্পন্ন তবে ইহারা রাক্ষস বিনাশে অক্ষম কেন ?

রাম। মুনিঋষিরা যে রাক্ষস বিনাশ করিতে অক্ষম এমন নহে তবে প্রাণিহিংসা করিলে তাহাদিগের সঞ্চিত তপের হানি হয়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিরা স্বয়ং অসুরনাশে অনিচ্ছুক হইয়া মহাত্মা পৃথুকে অসুর বিনাশে আজ্ঞা দেন।

(পর্ণশালায় একটী ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।)

ব্রহ্মচারী। হে জটামুকুট রাম! আমি বনস্পতি ও পশু-দিগের সন্দেশ লইয়া আসিতেছি।

রাম। ব্রহ্মচারিণ! কি সন্দেশ বল।

ব্রহ্মচারী। দয়াময়! বনস্পতিরা পশুরা আপনার নির্ব্বাসন শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে এই বলিয়াছে যে আপনি বনের রাজ্য ভারগ্রহণ করুন। কোশল সিংহাসন যদি না পাইয়াছেন এই বনসিংহাসনে আরোহণ করুন। যদি বল বনে সিংহাসন কোথায়? তাহলে উত্তর এই, কুসুম পাদপ শোভিত অত্যুচ্চ শৈল আপনার সিংহাসন হইবে। যদি বল চামর ব্যজন কে করিবে! তদুত্তর, মহীরুহেরা বনানিল দ্বারা চালিত শাখা চামর ব্যজন করিবে। সিংহ হস্তি প্রভৃতিরা আপনার পরিচারক হইবে। মুনিঋষিরা আপনার সভাসদ হইবে। স্রোতস্বতী সকল আপনার গুণ গানকরিবে। বনপবন আপনার বনশাসন পৃথিবীময় প্রচার করিবে।

রাম। (বিহস্য) ব্রহ্মযোগিন। বস্তুত: আমার তাহাই হইয়াছে কিন্তু আমি চতুর্দ্দশ বৎসরকাল রাজা নাম লইব না তোমারে এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তোমার স্বরূপ কি?

ব্রহ্মচারী। আমি স্বভাব। (অন্তর্দ্ধান)

কিছুদিনপরে। রামাদি বনান্তরে যাইতেছেন।

বনদেবতা। রঘুবীর! তরুসকলত সুনিয়মে ফল প্রদান করিয়াথাকে স্রোতস্বিনী সকলত স্বাদুজল বিতরণ করে পুষ্পসকল প্রতিদিনত তোমার জন্য প্রস্ফুটিত হয়।

শ্রীরাম। আপনারকৃপায় সমস্তই কুশল। (দেবতার অন্তর্দ্ধান)

সীতা। অরণ্য বাস আর কতদিনে শেযহবে। হায আপনার যে সেই চন্দ্র কিরণ আর অনুভূত হইতেছেনা। গায়ে কেবলধুলা উড়ছে মাথায় চুল যেন বৃক্ষ জটা হইয়াছে। হায় আব কত ক্লেশ পাব।

রাম। বনশোভিনি এখন বনবাসের কি? হায় লক্ষ্মণ! অদৃষ্টে কি এই ছিল?

(অশ্রুপাতন)

লক্ষ্মণ। দেবি! দেখুন আর্য্যের চক্ষেজল দেখিয়া পশু পক্ষি কুল ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখুন শুকসারিরা নীরব হইল, ঐ দেখুন মৃগসকল একদৃষ্টে আর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সীতা। বৎস! চল অদৃষ্টের লিখন কেহই খণ্ডিতে পারেনা। (ক্ষণ পরে)

আর্য্যপুত্র! কল্য নিশাতে এক স্বপ্নদেখিয়াছি যেন এক রাক্ষসে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে।

(চলন্তি)

বিরাধের প্রবেশ। (হস্তে দুটা নরমুণ্ড উদরস্ফীত।)

সীতা। আর্য্যপুত্র! ওকে?

রাম। বৎস লক্ষ্মণ একটা রাক্ষস আমাদিগের উপরি ধাবমান।

বিরাধ। তোরাকেরে। কিকারণ তোরা দণ্ডকবনে ভ্রমণ করিতেছিস। মস্তকে জটাজুট। পরিধান চীরবাস এবং করে কার্ম্মুক। কি কারণ তোরা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এক স্ত্রীসম্ভোগ করিতেছিস রে অল্প প্রাণ! এই তোদের নারী অপহরণ করিলাম।

(বিরাধ অঙ্কে সীতা কাপ্‌চেন)

(থাকিয়া থাকিয়া)

সীতা। আর্য্যপুত্র! এইপর্য্যন্ত কি দেখা শুনা শেষ হল হা লক্ষ্মণ হা পিত: হা মাত:।

রাম। দেখ বৈদেহদুহিতা আমার দয়িতা সীতা দস্যুর অঙ্কস্থা হইয়াছে। কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ীর মনোভিলাষ এতদিনে সিদ্ধ হইল। বৎস। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। বলিতেকি। আজ আমার রাজ্য নাশ পিতৃবিনাশ অপেক্ষা জানকী ক্লেশ সমধিক বেদনা দিতেছে।

ক্রোধে নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে এই চির কিঙ্কর থাকিতে কেন আপনি শোক করিতেছন? আজ্ মদীয়শর রাক্ষসের বিশাল বক্ষে পড়ুক আজ আমার কোদণ্ডটঙ্কারে পৃথ্বীকাপুক ধ্বন ধ্বনিত শবজলে গগণ ব্যাপুক। আজ ভরতের উপর ক্রোধ রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করি—।

(ক্রোধে মুখফুলান)

(পরে লম্পদিয়া বিরাধকে আক্রমণ)

লক্ষ্মণ। রে দুরাত্মণ! আমিবর্ত্তমানে আর্য্য, জানকীকে অপহরণ ?——

(মুখ ফুলছে)

রাক্ষস! দুরন্তমন। এই আমি তোদিগে লইয়া যাই।

(সীতাকে ত্যাগ)

সীতা। হা হতাস্মি হা দগ্ধাস্মি রে বিধে! তোরমনে কি এই ছিল। কেন আমার কমলপ্রাণবল্লভকে হরণ করিলি ? কেন আমার জীবন গেল না। হায় পৃথিবি এতদিনে তুমি নিরাশ্রয় হইলে শূন্য দেখছি। হায় সত্য আর কে তোমার আশ্রয়করিবে। আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি হায় মা বসুমতি কন্যাকে একটু স্থানদাও (মূর্চ্ছা)

শ্রীরাম। ভাই সীতাত মূর্চ্ছা এখন উপায় কর।

(শরে বিরাধকে কাতর করিয়া আত্মমোচন)।

বিরাধ। পুরুষ সিংহ! আমি আপনাদিগকে চিনিতে পারি নাই। নাম আমার তম্বুরু জাতিতে গন্ধর্ব্ব, আমি রম্ভাতে আশক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম তজ্জন্য কুবের শাপে আমি রাক্ষসদেহ ধারণ করিয়াছি। রাম আজ তোমার হস্তে আমার মোচন হল। মৃত্যুরপব দয়াময়! আমাকে বিবরে নিক্ষেপ কর। কারণ নিশাচরদিগেব বিবর নিধানই চিরব্যবস্থা ?

(বিরাধের সৎকার্য্য করিয়া) সীতাকে মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া

(রামাদি চলিতেছেন)

শরভঙ্গ আশ্রম।

শরভঙ্গ। হে তাপসজনশরণ! আপনি যে আসিতেছেন, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি কিন্তু রাম! আপনার এই মুনি শোভন জটাচীর বসন কেন? আপনি কি দণ্ডকবনে তপস্যা করিতে আসিযাছেন? আপমি যে শরণ্য তা আমি জানি তবে আপনার এদীন লক্ষণ কেন? —রাম! তোমার এই বেশ দেখিযা প্রাণে কাতর হইতেছি।

শ্রীরাম। ঋষে! পিতাব আজ্ঞা এই আমি দণ্ডকবনচর হই।

শরভঙ্গ। বুঝিলাম, দয়াময় দশরথ আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে তোমাকে আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন রাম! আর বোধ হইতেছে এই বেশ তুমি স্বেচ্ছায় পড়িয়াছ। কেন না তোমাব একটী নাম মুনিবান্ধব, মুনিরা কখন সুহর্ম্ম্য অট্টালিকায় বাস করিতে পান না, মুনিরা কখন সুখ ভোগ করেন না, সেই জন্য মুনিগণকে মহিমান্বিত করিতে তুমি মুনিচীর ধারণ করিয়াছ মুনির মত ভিক্ষা করিতেছ দযাময! কে তোমাব দয়ালীলার সীমা করিবে! শ্রীবাম! ভিক্ষুক না হইলে কখনই ভগবৎ প্রেম পায় না তাই কি শিক্ষা দিবার জন্য ভিক্ষুক হইয়াছ। ঐ দেখুন তরুসকল মারুত ভরে চালিত হইয়া আপনার আগমনে অধৈর্য্যতা প্রকাশকরিতেছে রাম! আমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইযাছি। কিন্তু আমি তোমায দেখিবার জন্য এতক্ষণ প্রাণ রাখিয়াছি তোমার দর্শন সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন, এই জন্য ব্রহ্মলোক তুচ্ছকরিয়া তোমার তুর্লভাকার দেখিতে অপেক্ষা করিয়া আছি। শ্রীরাম। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও

আমি যুগল বেশ নিরীক্ষণ করিয়া চিতা প্রবেশ করি (রাম সীতাসম্মুখে দণ্ডায়মান) (শরভঙ্গ চিতাপ্রবেশ করিলেন)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ ! মহর্ষির কি প্রভাব দেখিলে। এক্ষণে চল আমরা সুতীক্ষ্ণ মহর্ষির আশ্রমে যাই—

লক্ষ্মণ। আর্য্য, দেখুন দেখুন অদূরে সময় প্রবাহের ন্যায় নদী সকল বহিয়া যাইতেছে।

(পথিমধ্যে একটী মৃগকে লক্ষ্মণ শর লক্ষ্য করছেন। মৃগটী রামের পায়ে এসে পড়্‌ছে।)

রাম। বৎস ! এমৃগ বিনশ্য নয়।

লক্ষ্মণ। আমি একটী মৃগ শরলক্ষ্য করিলাম অপনি নিষেধ করছেন কেন ?

রাম। বৎস ! মৃগ আমার শরণ লইয়াছে। শরণাগতকে আমি জীবন দি।

(মৃগ মোচন)

রাম। বৎস ! এটী কি বৃক্ষ।

লক্ষ্মণ। এটী হিন্তাল নামক বৃক্ষ।

রাম। সীতে ! কমল পাত্রে যেমন জলবিন্দু চঞ্চল হয় তেমনি তোমার চক্ষে কেন জল পড়িতেছে।

সীতা। দয়াময় ! পায়ে কুশফুট্‌তেছে তাতেই কাদিতেছি

রাম। প্রিয়ে ! এই লজ্জাবতী লতা দেখ।

(চলন্তি)

(সুতীক্ষ্ণের আশ্রম)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ ! সুতীক্ষ্ণের আশ্রম কি পবিত্র স্থান

তরুলতা সকল কুশুমিত রহিয়াছে এলাও লবঙ্গ লতার গন্ধে দিক আমোদিত হইতেছে। ঋষিকন্যারা আলবালে জলসেচন করিতেছে, মধুকর ঝঙ্কার করিয়া একপুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে মধুপান করিতেছে। মৃগকুল নির্ভয়ে বনে ভ্রমণ করিতেছে শুকোচ্ছিষ্ট নাবার সকল তরুতলে পতিত রহিযাছে।

(সুতীক্ষ্ণের নিকট গমন করিয়া)

শ্রীরাম। দয়াময়! আমরা আপনার চরণ বন্দনা করিতে আসিয়াছি।

সুতীক্ষ্ণ। এস বৎস! তুমিত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? তোমার আগমনে বন আমার সনাথহল। জিজ্ঞাসাকরি। তোমার এবল্কল ধারণ কেন?

রাম। দয়াময়! পিতৃসত্য পালনার্থ বনবাস আশ্রয় করিয়াছি।

সুতীক্ষ্ণ। বাম! একথাত সম্ভবেনা। তোমায় বনবাসী করে সংসারেত এমন পিতাই নাই। অনুমানকরি কোন দুঃখী তাপস বহুকাল তোমার সাধনা করিতেছিল সে তোমার দুর্লভ দর্শন পাইয়া আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া সম্মুখে আর কিছু না দেখিয়া তাহাব সঞ্চিত জটাচীর তোমাকে প্রদান করিয়াছে। ভক্তদত্ত সেই জটাচীরধারণ করিয়া তুমি উন্মত্ত হইয়া জগতে দেখাইয়া বেড়াইতেছে। অথবা তরুসকলেব তুমি দুঃখ দূরকরিতে এই ভূষণ ধারণ করিযাছ কেননা সৃষ্টিহইতে তরুসকলত কখন রাজবসন পায়নাই চিরকালই বাকল পড়িয়া আছে। আজ

তোমার এই বাকল ধাবণ দেখিয়া তাহারা নিজের বাকল ক্লেশ বিস্মরণ করিতেছে।

রাম। দয়াময়! আপনি অতিথিকে স্তুতিকরিতে বিশেষ প্রবীণ।

সুতীক্ষ্ণ। হে বনস্থ পক্ষিসকল! তোমরা এই সত্যব্রত রামের গুণগান কর। দেখ বল্কল ভূসিতাঙ্গ সৎকৃত শরভঙ্গ সীতান্তরঙ্গরামে আমার আশ্রমে আসিয়াছেন যেমন সত্য বিনা ধর্ম্ম, পথ্য বিনা ঔষধ, তেমনি রাম বিনা আমার আশ্রম। যেমন দৃষ্ট বিনা নয়ন, ইষ্ট বিনা গমন সেই রূপ রাম বিনা আমাব জীবন। যেমন শশীর তুল্য রূপনাই, প্রেমের তুল্য সুখনাই, ভক্তির তুল্য ধন নাই, মুক্তিব তুল্য ফল নাই, তেমনি রামের তুল্য সঙ্গ নাই। হে বল্কলাম্বর রাম! দীনের অতিথি হও।

রাম। আপনাব প্রশান্ত আকার দেখিয়া বোধ হয় আপনি করুণা সাগরের প্রবাহ। ক্ষমার আর শান্তি ও সচ্চরিত্রতার আশ্রয়। ঋষে! আপনাকে অভিবন্দনকরি।

সুতীক্ষ্ণ। দয়াময়, মুনিদিগের মান্য তুমি না রাখিলে আর কেরাখিবে মুনিরা যে এত নম্র তাহার কাবণ এই তুমি নম্র না হইলে প্রসন্ন হওনা। মুনিরা যে এত ক্লেশ স্বীকার করে তাহার কারণ এই কষ্ট ভিন্ন তোমাধন পাওয়া যায়না। রাম। দেখ এই মলমূত্রধারী শরীর আর কোন্‌কাজে লাগিল যদি তোমার সেবা না করিলাম। এস রাম! তোমায় আলিঙ্গন করি।

(ঋষি প্রনাম করিলেন)

রাম। দয়াময়! একি আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন কি? আপনি মুনি, আমি ক্ষত্রিয় একি অযুক্তি কার্য্য।

ঋষি। আমি আপনার ঐশিক শক্তিকে প্রণাম করিলাম।

(ফলমূল আহারান্তে—)

রাম। প্রকৃতিপুরুষ যেমন নিত্যও ভিন্নভাবে রহিয়াছে তেমনি দিবা ও রাত্রি সমভাবে রহিয়াছে। দেখ গাঢতমঃ সকল দিকবিদিক ব্যাপ্ত করিল পৃথুবী ঝিল্লীররামোদিনী নক্ষত্রগণ গগন মণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছে মহর্ষে কি চমৎকার। এই দিবারাত্রি চিরকালই রহিয়াছে, এই দিবারাত্র যাপন করিয়া কতলোক অস্তমিত হইয়াছেন। সত্যযুগের রাজারাও এই রাত্রির গমনা গমন দেখিয়া-গিয়াছেন হায়! বিশ্বপতি কি চমৎকার কালেরই সৃষ্টি-করিয়াছেন।

সুতীক্ষ্ণ। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে চল বিশ্রাম করিগে! যে প্রজাপতি সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞে আত্ম বিসর্জ্জন করিরাছেন এস তাহাকে স্মরণকরি (প্রস্থান)

(কিছুকাল বাস করিয়া)

রাম। দয়াময়। রাক্ষস বিনাশ, মুনিদিগের চরণ বন্দন কার্য্যে ব্যপৃত থাকিয়া আমরাত দশবৎসরকাল এক্ষণে অতিবাহিত করিলাম অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিব।

(পথে যাইতেছেন)

লক্ষ্মণ। মা! বৃক্ষসকল নিষ্পন্দ বায়ুভরে মন্দ মন্দ বহিতেছে ইহাতে বোধহয় যেন প্রকৃতি রামের বিষাদে চলচ্ছক্তি-

রহিত রহিয়াছে! শুকপক্ষিরা বৃক্ষোপরে বসিয়া রাম নাম গান করিতেছে।

পঞ্চম অঙ্ক।

বন দেবতা ও এক ঋষিকন্যার প্রবেশ।

ভগিনি! বাম যে পূর্ণব্রহ্ম তাহার প্রমান কি? দেখ পূর্ণ-ব্রহ্ম কি কখন বাকল ধাবণ কবেন?

ঋষিকন্যা। সখি ওকথা বোলনা! দেখ শ্রীরামেব আগমনে বনে কি এক অদ্ভূত আনন্দ অনুভূত হয়, পিতৃমুখে শুনিয়াছি ইচ্ছাতে উনি বাকল পড়িয়াছেন। উনিই সেই কমণ্ডলু ধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসনাতন।

বনদেবতা। এস তবে পরীক্ষাকবি।

(রামের নিকট যাইয়া)

বননেবতা। দযাময়! আপনাকে প্রণাম।

শ্রীরাম। সশঙ্কিত। মা বনদেবতে একি আমি তোমার আশ্রয়ে আসিআছি আমায় আবার ছলনা? (গলায় বাকল দিয়া প্রণাম)

বনদেবতা। বাছা বুঝিয়াছি তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম।

রাম। (বনদেবতাকে মহিমা দেখাইতে বনের তরু শাখায় ভূমিতে সর্ব্বত্র রাম নাম দৃষ্ট হইক এই আদেশ করিলেন। সর্ব্বত্র রাম নাম দৃষ্ট হইতেলাগিল।)

বনদেবতা। বাছা একি অমি যে আর পা রাখিেত যায়গা পাইনা। রক্ষাকর

সীতা। দেবি! তুমি আমারনিকট এস! আমি যে খানে আছি সে স্থলে রাম নাম পতিত নাই। মথায় আমার রাম নাম রহিয়াছে।

বনদেবতা। কন্যে! তুমি আমার যে বিপৎ হইতে রক্ষা করিলে তাহা কখনই বিস্মরণ করিবনা আজ হইতে তুমি আমায় সখী॥

সমাপ্ত।

ভাবিনীর প্রবেশ।

সভাসদ্গণ! অগো তুমি কে।

ভাবিনী! ওগো আমার নাম ভাবিনী। আমি ভবিষ্যৎ বলিতে পারি।

সভাসদ্গণ। কি ভবিষ্যৎ বলিয়াছ।

ভাবিনী। আর্য্য রাজ্য উচ্ছন্ন যাইবেন এক ভবিষ্যৎ বাণী আমি কহিয়াছিলাম, যবনরাজ্য হইবেক ইহাও আমি বলিয়াছিলাম।

সভাসদগণ! ভাল এখন কিছু ভবিষ্যৎ বলিতে পার।

ভাবিনী। পারি—

সভাসদগণ। বল দেখি ভারতের উন্নতি হবে কবে!

ভাবিনী। যখন ভারতে প্রাচীন রীতি নীতি পুনশ্চ প্রচলিত হইবে তখন উন্নতিহবে।

সভাসদ্গণ। প্রচীন রীতি নীতি কি?

ভাবিনী। চতুরাশ্রমপালন, সত্য নিষ্ঠা, দয়াধর্ম্ম, সুনিয়মে রাজ্য পালন।

সভাসদগণ। সে আবার কি?

ভাবিনী। রাজ্যরক্ষা করিতে ব্রহ্মচর্য্যাপালন, ন্যায় অন্যায়-বিচার করিতে বিদ্যোপার্জ্জন, বিদ্বানকে ব্রাহ্মণ পদবী প্রদান, মূর্খকে শূদ্রপদবীদান, সামগান প্রভৃতিকার্য্য যদি ভারতে আবার আদর হয় তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল।

সভাসদগণ। হায় মা! আর তা হয়েছে। এখন ভারতবাসীরা মনঃ ব্যোমযানে আরোহন করিয়া সাগরপারে যাইতেছে। আর কি তারা ভারত সন্তান আছে!

ভাবিনী। আবার ও কি হয়!

প্রস্থান।

পরিশিষ্ট

১। বিচারিন্! এস্থলে কানন কথা শেষ হইল। যদি বল সীতাহরণ ও তৎসংশ্রবী সুগ্রীব মিলনাদি কেন লিখিত হইল না? তাহার উত্তর এই যে তাহা লিখিতে আমি বাধ্য নই। কেননা কাননকথা এই শব্দের অর্থ এই কাননের = বনের = রঘুপতির বনব্রত পালনের নতু বনের = বনঘটনার (সীতা হরণাদি অসম্ভবত্বাৎ কৈকেয্যনুক্তত্বাচ্চ) কথা = বিষয়: অতএব সীতাহরণাদি কি রূপে বর্ণনা করিতে পারি। রামের বনবাসের সার কথা এই যে কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্রতপালন ররেন সীতাহরণ সুগ্রীব মিলনাদি প্রভৃতি কার্য্য না হইলে তাঁহার বনবাস ব্রত পালন হইত না এমন নয় অতএব পাঠক! কাননকথা শব্দের শক্তি এতদূর কিরূপে হইতে পারে? যেমন বহ্নিব্যাপ্য ধূম, তেমনি কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্রত ব্যাপ্যই কাননকথা। দশবৎরকাল রঘুপতি বনে যে রূপে কালযাপন করেন তাহাই আমি বলিয়াছি অবশিষ্ট চারিবৎসরের মধ্যে সীতাহরণ রাক্ষস সমর প্রভৃতি দ্বারা তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন এস্থলে জানিও যে ফলমূলাহার ক্লেশ অপেক্ষাও ঐ সময় তিনি অনশন নিবন্ধন একশেষ ক্লেশ পাইয়াছিলেন, কাননকথার মধ্যে রঘুপতির সেই দশা যে আমাকে বর্ণনা করিতে হইল না। ইহাতে আমি সুখী আছি।

২। গ্রন্থ খানি পাঠ করিতে পাইলে একয়েকটী বিষয়

মনে রাখা উচিত (১) রামের সময় ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশছিল। এমনকি এখনও কোন দেশ পূর্ব্ব ভারত বর্ষের সমান নয়। ইহার প্রমাণ এই রাজারা প্রজারঞ্জন পরম ধর্ম্ম জানিয়া প্রাণপণে সুনিয়ম পালন করিতে অতি-যত্ন করিতেন, প্রজারা তাহাদিগের জীবন সর্ব্বস্বধন ছিল। যাঁহারা যাঁহারা তপঃসম্পন্ন বিদ্বান সদাচার ছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন এক্ষণে যে রূপ গুণবর্জ্জিত সূত্রধারী ব্রাহ্মণ তনয়েরা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন, পূর্ব্বে তাহাছিল না। যাহারা বীর্য্যশালীছিলেন তাঁহারাই ক্ষত্রিয় পদবাচ্য হইতেন, এইরূপ বৈশ্যরা বাণিজ্য নিপুণ বলিয়া বৈশ্যনাম ধারণ করিতেন, শূদ্রেরা সেবাকুশল বলিয়া শূদ্র উপাধি প্রাপ্ত হইতেন গুণের পরিচয়ে শূদ্রও ক্ষত্রিয বৈশ্য ব্রাহ্মণ সম্মান পাইতে পারিতেন অগুণের দ্বারা ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হইতেন (২) বিবাসন অতি অপমান চিহ্ন ছিল সগররাজা অসমঞ্জকে বিসর্জ্জন করেন পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশেও এই নিয়ম প্রতিপালিত হইত, পিসিসট্রেটস হিপিয়স, এরিসটাইডিস বিবাসিত হইয়াছিলেন ইতিহাসে এইকথা বলে। (৩) রাম অতি উৎকৃষ্ঠ মনুষ্যছিলেন তিনি লোভী কি অধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ কখন ছিলেন না হাতে তৈল মাখাইয়া লোকে যেমন কাটালে হাত দেয় তেমনি রাম সংসারে ছিলেন—এই কয়েটী বিষয় বিবেচনীয ; এই কয়েকটী বিষয় বিবেচনা করিলে রামের বিবাসনে কাহার হৃদয় বিদারণ না হয়।—ধূর্ত্তগ্রীক পিসিসট্রেটস নির্ব্বাসিত হইয়াছিল ইহাতে কেহ দুখ করিতে পারেন না, দুর্বৃত্ত অসমঞ্জ

নির্ব্বাসন শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইতে পারেন কিন্তু কে রামের সেই দশাপ্রাপণ শ্রবণে দুঃখবেগ রোধ করিবেন।—লোকে ধন লোভে সাগর গর্ভে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু সত্যের জন্য প্রাণসংশয় বিজনবনবাস স্বীকার কেকরিতেপারে বলিতে পারি না—বলুকপৃথিবী এরূপ ঘটনা তিনি কি কোথাও দেখিয়াছেন ? বলুক কাল এঘটনা কি ঘটিতে পারে ? যদিবল জটাচীর পড়িয়া ফলমূল খাইয়া দক্ষিণবনে ভ্রমণ সকলেই করিতে পারে ইহাতে রামের প্রশংসা কি ? পাঠক ! তাহা বলিতেপারিনা, নির্ব্বাসিত নাম ধারণ বরিয়া ফলাহারে নির্ভবকরিয়া, অসহায় হইয়া কে জীবন ধারণ করিতে পারে ? কেহই পারেনা কিন্তু দেখ ফলমূলাহারী রঘুপতি নিজের সদ্গুন দর্শন করাইয়া মুনিঋষি দিগের নিকট আশ্রয় লইয়া অসহায় সত্বেও মহাসহায় হইয়া ত্রিলোককণ্টক দশকণ্টপর্য্যন্ত বিনাশ করেন। এটীকি সহজ কথা ?—কখনই না পাটক ! এইজন্য ইতিহাসে মুনিতাঁহার নাম গান করিতেছেন।

৩। দণ্ডকবনস্থ মুনিঋষিরা যে যজ্ঞাদি করিতেন ম্যান লিখিয়াছেন তাহার অর্থ এই মুনিরা সেই যজ্ঞ পুরুষের মহাযজ্ঞে আত্মবলিদানের ছায়ারক্ষা করিতেছিলেন এই মাত্র, রাবণের দশটামাথাছিল এইযে প্রবাদ, ইহা অতি অমূলক কারণ বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড পাঠকরিলে ইহা নিশ্চই বোধহইবে রাবণ দ্বিভুজবিশিষ্ট একানন পুরুষ ছিলেন। রামের সময় আর্য্যাবর্ত্তে অধিকলোক বসতিছিল দাক্ষিণে তত ছিলনা।—

৪। কোনসম্প্রদায়ের লোক কহিয়াথাকেন যে বাস্তবিক রাম লক্ষ্মণাদি কোন ঐতিহাসিকপ্রাণী পৃথিবীতে ছিলনা একথা যে কত অযুক্তিমূলক তাহাবলিতে পারাযায়না কারণ রামাদি প্রভৃতি মহাপুরুষ যদি নাই থাকিতেন তাহাহইলে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ এক্ষণ পর্য্যন্তও অযোধ্যা চিত্রকুট প্রভৃতিস্থান পবিত্রস্থান বলিয়া গণ্য হইত না যদিবল ইহা মূর্খ লোক দিগের কার্য্য তাহা বলিতে পারনা, কেননা ভারতবর্ষ যে পূর্ব্ব সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশছিল তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইউরোপীয় পণ্ডিত উইলসন মোক্ষমূলর, গ্রাফিথ, বেলাণ্টাইন ও গফ প্রভৃতি মহোদয়েরা একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন। শস্মণ্য দেশ নিবাসিরা ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মান্য করেন। যিনি আমাদিগের শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন তিনি ঋষি দিগকে প্রণাম করিয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়াছেন সন্দেহ নাই তবে কিরূপে এই পণ্ডিত দেশে এরূপ অবাস্তব ঘটনা আদরণীয় হইয়াছে? যখন মহর্ষি বাল্মীকি রাম নাম গ্রহণ করিয়াছেন তখন অবশ্যই রাম ঐতিহাসিক পুরুষ সংশয় নাই। অতএব রাম ঐতিহাসিক পুরুষ নয় ইহা অতি মূর্খতার বিষয়। পরোক্ষে প্রমাণ দ্বারা বিচার করিলে রামের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। কথা উঠিতেপারে তিনি কি ঈশ্বর ছিলেন তাহার উত্তর এই আমি বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি তাহাকে যিনি কালবেষ্টী গিরিতে আমাদিগের জন্য জীবনদিয়াছেন কিন্তু তিনি যে দেবতার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহার কোন সংশয় নাই। তবে যে আর্য গ্রন্থে তিনি বিষ্ণু অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন তাহার কারণ

এই পণ্ডিতেরা রাজাকে রাজরূপী নারায়ণ কহিয়াথাকেন এবং রামও রক্ষণ পালনাদি বৈষ্ণবগুণ বিশিষ্ট ছিলেন এইজন্য পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিষ্ণু অবতার বলিয়া গিয়াছেন। অথবা ঈশ্বরের আত্মা মনুষ্যের সঙ্গে থাকেন ঈশ্বরের আত্মা রামের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা বাস করিতেন রামও ঈশ্বর সাহায্য অদ্ভুত কার্য্যকরিতে পারিতেন এই জন্য পণ্ডিতেরা তাহাকে ব্রহ্মাত্মা অথবা ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫। কোশল দেশ।—কাশীররউত্তর হইতে বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশ সহ সমস্ত ভূভাগ্যকে কোশলাখ্যাত ইহা দুইভাগে বিভক্ত ছিল উত্তর কোশলের ও দক্ষিণ কোশল দক্ষিণ কোশলের মধ্যে রামের রাজধানী অযোধ্যাছিল শৃঙ্গবেরপুর।—স্যন্দিকা ও গঙ্গারমধ্যে প্রয়াগের পারপর্য্যন্ত শৃঙ্গবেরপুর নিসাদরাজ গুহকেররাজধানী এক্ষণে সংরুর নামে খ্যাত।

৬। নাটকে প্রবেশ প্রস্থান কথা প্রায়ই দৃষ্ট হয়, প্রবেশ প্রস্থান বারম্বার লেখা আমার বিরক্তিকর হওয়ায় আমি অনেক গুলি ত্যজ্য করিয়াছি। বুদ্ধিমান পাঠক গ্রন্থপাঠ! করিতে করিতে প্রবেশ প্রস্থানের স্থান অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

৭। কথায় কথায উঠিতে পারে ভারতবর্ষে প্রস্তরাদি পূজা হয় কেন? ইহার উত্তর এই যেমন কোন মহাত্মার জন্য প্রস্তরাদি প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদেশেরক্ষিত হয় এস্থলে ইহাও তাই। ভারত বাসীরা ভারত মহাপুরুষদিগকে স্মরণ করিতে তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তিরক্ষা করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন। বৈদেশিক নিবাসী

শিব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি মহোদয়েরা ঈশ্বর ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা ঈশরের ভক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সমাজের আদিমকালে শিক্ষাদ্বারা তাঁহারা ভারতবাসিদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন এই জন্য ভারত বাসিরা তাঁহাদিগকে আদি গুরু বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন এবং সেই মান্য দেখাইতে তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন পুষ্পাদি প্রদান দ্বারা পূজা করা এদেশের মান্য প্রদর্শনের প্রথা, ভারত বাসিদিগের সনাতন ধর্ম্মই বেদ, এবং সেই বেদ যজ্ঞ করা উচিত ও যজ্ঞপুরুষযজ্ঞে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এই কথা বলে।

ভারতপণ্ডিতেরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কখন রাখেন নাই মূর্খ লোকেরাই শিবাদির প্রতিমূর্ত্তি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। গুরু ব্রহ্ম এই যে সনাতন কথা ইহা ভারতপণ্ডিতদিগের অতি আদরণীয় গুরু শিবাদি এই জন্য ভারত পণ্ডিতদিগের মনে ব্রহ্মবৎ বিরাজ করিতেছেন, পণ্ডিতেরা সেই জন্য শিবাদিকে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করেন। কোন প্রজারক্ষক রাজার ও শোভনা রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি ও পূজিত হইয়া থাকে। যুগাদির সংখ্যা যে লক্ষবর্ষাধিক পরিমিত পঞ্জিকাতে লেখে ইহা অতি অমূলক কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকৃত পণ্ডিতেরা ও মনুপ্রভৃত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র কারেরা ৮০০০ বৎসর পূর্ব্বে সত্যযুগের প্রারম্ভ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অযোধ্যাধাম চিত্রকুট, বনদেবতা ভৃঙ্গরূপী মুনি রামের সহিত কথা কহিয়াছিলেন ইহা 'আমি বারাণসীতে পরমহংস

মুখে শ্রবণ করি। যদি বল বাল্মীকি রামায়ণে এই সকল নাই তবে এই সকল আদরণীয় কি রূপে? তাহার উত্তর এই সূক্ষ্ম দর্শিরা এই সকল বর্ণনাকে বাল্মীকি বিরোধি বর্ণনা বিবেঁচনা করেন না।

ইংলণ্ডীয় নাটক কর্ত্তারা নটনটীর প্রবেশ অনুমোদন করেন না! সংস্কৃত কবি কালিদাসই কেবল নটনটী আনয়ন করিয়া কৃচ্ছ্রতা পরিহার করিয়াছেন।

৮। ইংরাজী ভাব সংস্কৃত ভাব এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় চলিত এই জন্য আমি দুটী বয়স্যের প্রবেশ অনুমোদন করিয়াছি।

কানন কথা প্রচারিত হইলে। প্রাচীন মুনিঋষিদিগকে স্মরণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি অন্য কোন লোকের সন্তোষকরহউক বা নাহউক সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের কিঞ্চিৎ সন্তোষকর হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩—	৭	কিন্তু	প্রত্যুত
৩	১৮	স্নতিম্ন	স্নতিক্ষ্ণ
৩	১৯	অগস্ত	অগস্ত,
৭	২৪	নগর	নগরী
২২	২৪	পৃথিবী	পৃথ্বি
২৮	১৭	বটনির্ম্মাণ	বটনির্য্যাস
৩০	২৩	কেমন	মনঃকেমন
৩১	১১	দু.খ	দুঃখমোচন
৫৩	১২	জানি	আমি
৫৬	১৩	মূর্চ্ছা	মূর্চ্ছাগতা
৫৬	২২	সীতাকে	সীতার

পাঠক! আর কতকগুলি মুদ্রণ দোষ আছে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা তাহা ঠিক্ করিয়া লইবেন সমাস বাক্য ব্যাসাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া সেই সেইস্থল সাবধানে দেখিবেন! ? আদি চিহ্ন—অনেক অপব্যয় হইযাছে ও অনেক লুপ্ত হইয়াছে। পাঠক! এই দোষ ও মার্জ্জনা করিবেন।